এসো
কুরআন শিখি
সংকলনে:
আলহাজ্ব মাওলানা ক্বারী মোঃ সেলিম
STQF
প্রকাশনায়
সহীহ্ তা'লীমুল কুরআন ফাউন্ডেশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত (রেজিঃ নং-১২২৪৫)
সংকলনে : আলহাজ্ব মাওলানা ক্বারী মোঃ সেলিম
এসো কুরআন শিখি
নূরানী মুয়াল্লিম প্রশিক্ষণ
হাফিয, ক্বারী, আলিম-ওলামাগণ মাত্র ২মাস প্রশিক্ষণ নিয়ে বিশ্বের যে কোন জায়গায় আধুনিক ও ডিজিটাল সিস্টেমে, সর্বস্তরের মানুষকে কুরআন শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে নিজেকে আদর্শ অনুসরণ যোগ্য দক্ষ মুয়াল্লিম/শিক্ষক হিসেবে গড়ে তুলুন।
গুন্নাহ্
আরবী হরফ
উচ্চারণ এর মাখরাজ চিত্র
আলহাজ্ব মাওলানা ক্বারী মোঃ সেলিম
প্রাপ্তিস্থান
সহীহ্ তা'লীমুল কুরআন ফাউন্ডেশন
অফিস: বাড়ী ৩৯, রোড ১৬, সেক্টর ১৪, উত্তরা, ঢাকা। মোবাইল: ০১৭৫৭৪১২৭৫৮/০১৯১৯১৯৫৩২৬
www.eshoquranshikhi.com
qari salim
eshoquranshikhi
eshoquranshikhi
qarisalim84@gmail.com
01757412758

এসো কুরআন শিখি

ইলমি তাজউয়ীদ সম্পাদনায়

শাইখ হাফিয ক্বারী আব্দুল হক

সভাপতি, হুফ্ফাযুল কুরআন ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

দু'য়া ও নজরে ছানী

মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ্ আইয়ুবী

খতীব, গাউসুল আযম জামে মসজিদ, ১৩নং সেক্টর, উত্তরা, ঢাকা।
উপদেষ্টা, সহীহ্ তা'লীমুল কুরআন ফাউন্ডেশন, উত্তরা, ঢাকা।

শাব্দিক অর্থ ও তরজমা সম্পাদনায়

হাফিয মাওলানা মুফতী আলাউদ্দীন আফ্রিকী

সাবেক শাইখুল হাদীস, জামিয়া মালিকা, যোম্বা, মালাভী, সেন্ট্রাল আফ্রিকা
মুহাদ্দীস, দারুল উলুম মাহ্মূদিয়া মাদ্রাসা, বৌরা, লঞ্জীপাড়া, খিলক্ষেত, ঢাকা।

সংকলনে

আন্তর্জাতিক কুরআন শিক্ষার গবেষক ও ডিজিটাল সিস্টেমে কুরআন শিক্ষার উদ্ভাবক

আলহাজ্ব মাওলানা ক্বারী মোঃ সেলিম

প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যানঃ সহীহ্ তা'লীমুল কুরআন ফাউন্ডেশন
নিয়মিত আলোচক: বাংলাদেশ বেতার। পরিচালক: এসো কুরআন শিখি অনুষ্ঠান, মাই টিভি
অফিসঃ বাড়ী ৩৯, রোড ১৬, সেক্টর ১৪, উত্তরা, ঢাকা। মোবাইল ঃ ০১৭৫৭৪১২৭৫৮, ০১৯১৯১৯৫৩২৪-৬

হাদিয়া : ২০০/- টাকা মাত্র

সহীহ্ তা'লীমুল কুরআন ফাউন্ডেশনের অনুমোদনের সনদ পত্র

Issue No. 2339 Date:08/10/2015

Certificate of Registration of Societies
(under Act XXI of 1860)

No. S-12245/2015

*I hereby certify that **SAHIH TA'LIMUL QURAN FOUNDATION has duly been filed and registered in this office under the Societies Registration Act, 1860.***

Given under my hand atDhaka, this Eighth day of October two thousand and fifteen.

By order of
Registrar

Assistant Registrar
Registrar of Joint Stock Companies & Firms
Bangladesh

N.B. This certificate is digitally signed. Please find the soft copy to verify the signature.

সূচীপত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, রেজিঃ নং-১২২৪৫

সহীহ্ তা'লীমুল কুরআন ফাউন্ডেশন এর কার্যক্রম সমূহ

মাল্টিমিডিয়া কুরআন শিক্ষার কোর্স সমূহঃ

*মহিলাদের পৃথক ব্যবস্থা।

* ভি.আই.পি কোর্স : ২মাস ব্যাপী। (অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ লোকদের জন্য)
* স্পেশাল কোর্স : ৬মাস ব্যাপী। (উচ্চ পর্যায়ের পেশাজীবি লোকদের জন্য)
* ছোটদের বিশেষ ক্লাস: ১বছর ব্যাপী। (স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য)
* ক্বিরাত, হাদার ও তাদউয়ীর তিলাওয়াতের বিশেষ প্রশিক্ষণ। (সর্বসাধারনের জন্য)
* মুয়াল্লিম প্রশিক্ষণ কোর্স : ২মাস ব্যাপী। (হাফিয, ক্বারী, আলিম-ওলামাদের জন্য)
* মসজিদ ভিত্তিক ক্লাস : নিয়মিত । (সর্বসাধারণের জন্য)
* ফ্যামিলী কোর্সঃ ৩ মাস ব্যাপী। (বাসা বাড়ীতে)
* স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ও অফিসিয়াল কোর্স । (১ মাস ব্যাপী)
* কম্পিউটার কোর্স সমূহ: অফিস, গ্রাফিক্স, এডিটিং। (সর্বসাধারণের জন্য)
* ভাষা কোর্সঃ ইংলিশ ও আরবী ভাষা শেখার বিশেষ কোর্স। (সর্বসাধারণের জন্য)

অত্যন্ত যত্নসহকারে আধুনিক ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান।

এসো কুরআন শিখি হজ্ব ও উমরাহ্ কাফেলা

অত্র ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মাওলানা ক্বারী মোঃ সেলিম এর পরিচালনায় যথাযথভাবে হজ্ব পালণসহ যেকোন সময় উমরাহ্ পালন করার বিশেষ সুযোগ রয়েছে।

সহীহ্ তা'লীমুল কুরআন ফাউন্ডেশন

অফিস : বাড়ী ৩৯, রোড ১৬, সেক্টর ১৪, উত্তরা, ঢাকা, মোবাইল: ০১৭৫৭৪১২৭৫৮

ইলমুত তাজউয়ীদ

رَبِّ زِدْنِى عِلْمًا

"হে প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও" সূরা : ত্ব-হা-১১৪

ইলমুত তাজউয়ীদ:

تَجْوِيْدٌ. তাজউয়ীদ শব্দের আভিধানিক অর্থ বিন্যাস, সুন্দর করা ও সাজানো। পারিভাষিক অর্থে যে ইলমের মাধ্যমে আল্-কুরআনুল কারীম এর প্রতিটি মাখরাজ ও সিফাত যথাযথভাবে জানা যায়, তাকে ইলমুত তাজউয়ীদ বলা হয়।

বিষয়বস্তু:
তাজউয়ীদ এর বিষয় বস্তু হলো حُرُوْفُ الْقُرْاٰنِ বা কুরআন এর বর্ণমালা।

উদ্দেশ্য:
সহীহ্‌ভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে সক্ষম হওয়া এবং অর্থগত ও উচ্চারণগত বিকৃতি থেকে বেঁচে থাকা।

তাজউয়ীদ-দুই প্রকার: (১) তাত্ত্বিক (২) ব্যবহারিক।

তাত্ত্বিক: ইলমুত তাজউয়ীদ এর নিয়মাবলী জানা ও বুঝা।

ব্যবহারিক: তাজউয়ীদ এর নিয়ম-কানুন পুরো অনুসরণ করে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা।

কুরআন তিলাওয়াতের ৩টি طَرْزٌ বা ঢং রয়েছে যেমন: (১) تَرْتِيْلٌ ধীরে-ধীরে। (২) تَدْوِيْرٌ মধ্যম পন্থায়। (৩) حَدَرٌ দ্রুত গতি বা তাড়াতাড়ি।

বি: দ্র: পাঠক পাঠিকাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমরা অবশ্যই বাংলা, অংক, ইংরেজী বিষয়গুলো শেখার জন্যে একজন দক্ষ শিক্ষক রাখতে ভুল করিনা। কিন্তু আমরা মুসলমান হিসেবে আমাদের ধর্মগ্রন্থ কুরআন মাজীদ শেখার ব্যাপারে বেশিরভাগ লোকই একজন দক্ষ ক্বারী সাহেব এর নিকট যাওয়া প্রয়োজন মনে করি না। কোন রকম একজন শিক্ষক পেলেই আমরা তার কাছে কুরআন শেখা শুরু করে দিই। আমাদের সকলের উচিত কুরআন শেখার ব্যাপারে অবশ্যই দক্ষ একজন ক্বারীর নিকট পরিবারের সবাইকে কুরআন শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা, নিজের ভাষায় কুরআন বুঝার জন্য যথাযথ চেষ্টা করা এবং কুরআন অনুযায়ী জীবন গঠন করা। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদের সবাইকে বিশুদ্ধভাবে কুরআন শিখে কুরআন বুঝে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন ॥

আরবী হরফ পরিচিতি

পাঠদান নির্দেশিকা ঃ

আরবী হরফগুলো সঠিক উচ্চারণ করার জন্য প্রতিটি হরফকে আরবীতে বানান করে উচ্চারণ করলে তার সঠিক উচ্চারণ পাওয়া যাবে, তাই হরফের নিচে হরফের নাম বানান করে দেয়া হয়েছে।

* যে হরফে ৪ লিখা আছে সে হরফটি ৪ আলিফ পরিমাণ লম্বা করে উচ্চারণ করতে হবে (তার সংখ্যা ১৫টি)। যে হরফে ১ লিখা আছে সে হরফটি ১ আলিফ পরিমাণ লম্বা করে উচ্চারণ করতে হবে (তার সংখ্যা ১২টি)। যে হরফে x চিহ্ন আছে সে হরফটি উচ্চারণে লম্বা হবে না (তার সংখ্যা ২টি)।

ج جِيْمٌ• ৪	ث ثَا ১	ت تَا ১	ب بَا ১	ا اَلِفْ x
মোটা হবে ر رَا ১	ذ ذَالٌ• ৪	د دَالٌ• ৪	মোটা হবে خ خَا ১	ح حَا ১
মোটা হবে ض ضَادٌ• ৪	মোটা হবে ص صَادٌ• ৪	ش شِيْنٌ • ৪	س سِيْنٌ • ৪	ز (زَائ) زَا ১
ف فَا ১	মোটা হবে غ غَيْنٌ • ৪	ع عَيْنٌ • ৪	মোটা হবে ظ ظَا ১	মোটা হবে ط طَا ১
ঠোঁট গোল হবে ن نُوْنٌ• ৪	م مِيْمٌ• ৪	ل لَامٌ• ৪	ك كَافٌ• ৪	মোটা হবে ق قَافٌ • ৪
আরবী হরফ মোট ২৯ টি	ي يَا ১	ء هَمْزَةٌ• x	ه هَا ১	ঠোঁট গোল হবে و وَاوٌ• ৪

মোটা হরফের পরিচয়

আরবী ২৯ টি হরফের মধ্যে ৭টি মোটা হরফ আছে। তিলাওয়াত করার সময় মুখের ভেতর থেকে জিহ্বার সাহায্যে মোটা করে উচ্চারণ করতে হয়।

৭টি হরফ ঃ

ق	خ	غ	ظ	ط	ض	ص

এ ছাড়াও আরো ২টি হরফ আছে, হরকত ব্যবহার অনুযায়ী কোন কোন সময় মোটা করে উচ্চারণ করতে হয়। এ ২টি হরফ হচ্ছে (ل ر) বিস্তারিত তাজউয়ীদ অধ্যায়ে পাওয়া যাবে।

বিঃ দ্রঃ নিচের ৮টি হরফ উচ্চারণ করার সময় অনেকেরই ঠোঁট গোল হয়ে যায়, মনে রাখতে হবে ঠোঁট গোল করলে এ হরফগুলো তার মাখরাজ এবং সিফাত থেকে সঠিকভাবে আদায় হয় না। পেশের উচ্চারণ ব্যতীত যবর এবং যেরের উচ্চারণ করার সময় ঠোঁটকে সোজা রেখে গোল না করে উচ্চারণ করতে হবে।

ر	ق	خ	غ	ظ	ط	ض	ص

* শুধু মাত্র و ও ن উচ্চারণ করার সময় ঠোঁট গোল করে উচ্চারণ করতে হবে।
* و তে, হরফ এবং হরকত উভয়টাই উচ্চারণ করার সময় ঠোঁট গোল করে উচ্চারণ করতে হবে।

পাশাপাশি হরফের উচ্চারণের পার্থক্য

ه	ح		ز	ذ
ع	ء		س	ص
ذ	ظ		ض	د
ظ	ض		ط	ت
ز	ج		ك	ق
ج	ذ		ز	ظ

مُرَكَّبٌ - মুরাক্কাব

'মুরাক্কাব' অর্থ সংযুক্ত, মিলানো, একত্রিত করা। আরবী হরফ দিয়ে যখন আরবী বাক্য লিখা হয় তখন বেশীর ভাগ হরফের আসল রূপ থাকেনা, হরফগুলো মিলিত অবস্থায় হরফের ডানদিকের মাথা দেখে চিনতে হয়।

২৯ টি হরফের মধ্যে ২২ টি হরফ শব্দের শুরুতে, মাঝে এবং শেষে (مُرَكَّبٌ) মুরাক্কাব বা সংযুক্ত হয়। যেমনঃ

بنيتثفقسشصضطظجحخعغلكهم				
بنيتث	فق	سش	صض	طظ
جحخ	عغ	لك	هم	⁂

নিম্নের ৬টি হরফ শব্দের শুরুতে এবং মাঝে মুরাক্কাব হয় না[১] কিন্তু শব্দের শেষে মুরাক্কাব হয়। যেমন ঃ ا و ز ر ذ د

احمد	لذين	بشير
عزيز	الاهو	خوفا

ء হামঝাহ্ কোন সময় মুরাক্কাব হয়না। বিভিন্ন সময় হরফের উপরে নিচে বসিয়ে লিখা হয়।

يومئذ	الافئدة	ونؤمن

[১]আমাদের দেশে প্রচলিত কুরআন শিক্ষার সকল পদ্ধতিতেই বলা হয় ২২ হরফ মুরাক্কাব হয়। বাকি ৭ হরফ মুরাক্কাব হয় না। শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আসলে ২৮টি হরফই মুরাক্কাব হয়। শুধু মাত্র ء হরফটি কোন ভাবেই মুরাক্কাব হয় না।

حَرَكَاتٌ - হরকতের পরিচয়

সহীহ্ভাবে তিলাওয়াত করার জন্য মাখরাজ এবং সিফাত যেমন জরুরী, ঠিক তেমনিভাবে হরকত তানউয়ীন, জঝম, তাশদীদ, মাদ্দ, লীন ও গুন্নাহসহ সকল তাজউয়ীদের ব্যবহারও জরুরী। বিশেষ ভাবে হরকতের উচ্চারণ করার সময় দেরি/লম্বা না হয় সেদিকে বেশি খেয়াল রাখতে হবে। কারণ হরকতের উচ্চারণ যথাযথভাবে না হলে কুরআন মাজীদ এর অর্থের পরিবর্তন ঘটে যায়।

সহীহ্ভাবে তিলাওয়াত করার জন্য আরো ২টি শর্ত যেমনঃ
১.উচ্চারণের সময় মুখ ফাঁকা করে পড়তে হবে ২. জোরে জোরে পড়তে হবে

কুরআন মাজীদ এ ব্যবহৃত মোট ১১টি চিহ্ন রয়েছে যেমনঃ

১১টি চিহ্নের পরিচিতি যেমনঃ

* এক َ যবর, এক ِ যের ও এক ُ পেশকে হরকত বলে।
* দুই ً যবর, দুই ٍ যের ও দুই ٌ পেশকে তানউয়ীন বলে।
* খাড়া ٰ যবর, খাড়া ٖ যের ও উলটা ٗ পেশকে মাদ্দ এর হরকত বলে।
* উপরের এই ْ চিহ্ন টি কে জঝম বলে এবং এই ّ চিহ্ন টি কে তাশদীদ বলে।

হরকতের ব্যবহার

যবর, যের, পেশ এটা ফার্সি ভাষা থেকে আসছে। আরবীতে যবরকে বলে فَتْحَةٌ যেরকে বলে كَسْرَةٌ পেশকে বলে ضَمَّةٌ

☛ কুরআন মাজীদ এ ব্যবহৃত নিম্নে উল্লেখিত মোট ১১টি চিহ্ন থেকে যে কোন চিহ্ন আলিফের উপরে বা নিচে বসলে আলিফ্‌কে হামযাহ ء বলে।

যেমন: اَ اِ اُ اً اٍ اٌ اٰ اٖ اٗ اْ اّ ء

হরকত এক যবর, এক যের ও এক পেশকে বলে।
হরকতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি পড়তে হয়।

যবরের উচ্চারণ

☛ যবরের উচ্চারণ বাংলা আকারের মত যেমন ঃ ব + া = বা بَ = বা

❋ যবরের উচ্চারণ করার সময় মুখ খোলা রেখে হা করে উচ্চারণ করতে হবে ❋

جَ	ثَ	تَ	بَ	اَ
رَ	ذَ	دَ	خَ	حَ
ضَ	صَ	شَ	سَ	زَ
فَ	غَ	عَ	ظَ	طَ
نَ	مَ	لَ	كَ	قَ
❁	يَ	ءَ	هَ	وَ

পাশাপাশি হরকতের উচ্চারণ এর পার্থক্য

ثَ ↔ سَ	قَ ↔ كَ	تَ ↔ طَ
حَ ↔ هَ	ظَ ↔ زَ	ذَ ↔ زَ
ءَ ↔ عَ	ذَ ↔ جَ	صَ ↔ سَ
ظَ ↔ ذَ	جَ ↔ زَ	دَ ↔ ضَ

শুধু মাত্র যবর দিয়ে বানান শিক্ষা

যেরের উচ্চারণ

* যেরের উচ্চারণ বাংলা (ই = ি) কারের মত যেমন ঃ ব + ি = বি بِ = বি

❈ যেরের উচ্চারণ করার সময় নিচের দিকে চাপ দিয়ে হালকা শক্ত করে উচ্চারণ করতে হবে ❈

جِ	ثِ	تِ	بِ	اِ
رِ	ذِ	دِ	خِ	حِ
ضِ	صِ	شِ	سِ	زِ
فِ	غِ	عِ	ظِ	طِ
نِ	مِ	لِ	كِ	قِ
❀	يِ	ءِ	هِ	وِ

পাশাপাশি হরকতের উচ্চারণ এর পার্থক্য

سِ ↔ ثِ	كِ ↔ قِ	طِ ↔ تِ
هِ ↔ حِ	زِ ↔ ظِ	زِ ↔ ذِ
عِ ↔ ءِ	زِ ↔ جِ	سِ ↔ صِ
ذِ ↔ ظِ	ضِ ↔ دِ	جِ ↔ ذِ

শুধু মাত্র যবর এবং যের দিয়ে বানান শিক্ষা

لَزِمَ তা অপরিহার্য হয়েছে	خَسِرَ সে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে	بِيَدِكَ তোমার হাতে	عَلِمَ সে জ্ঞানার্জন করেছে
تَبِعَ সে অনুসরণ করেছে	كَرِهَ সে অপছন্দ করেছে	رَحِمَ সে রহম করেছে	سَمِعَ সে শ্রবণ করেছে
نَعِمَ সে প্রশান্তি লাভ করেছে	لَعِبَ সে খেলেছে	كَبِرَ সে বয়সে উপনতীহয়েছে	حَبِطَ সে বরবাদ হয়েছে
صَفِرَ সে খালি হয়েছে	فَرِحَ সে খুশি হয়েছে	قَبِلَ সে কবুল করেছে	خَشِيَ সে ভয় করেছে
نَسِيَ সে ভুলে গিয়েছে	بَقِيَ সে বাকী থেকেছে	شَهِدَ সে উপস্থিত হয়েছে	ضَعِفَ সে দূর্বল হয়েছে
حَمِدَ সে প্রশংসা করেছে	فَشِلَ সে দূর্বল হয়েছে	مَرِضَ সে অসুস্থ হয়েছে	حَفِظَ সে মুখস্থ করেছে
عَمِلَ সে আমল করেছে	قَرِبَ সে নিকটবর্তী হয়েছে	فَهِيَ সুতরাং সে	غَضِبَ সে রাগ করেছে
سَخِرَ সে ঠাট্টা করেছে	عَهِدَ সে দায়িত্ব পালন করেছে	صَعِقَ সে বেহুশ হয়েছে	حَسِبَ সে হিসাব করেছে

পেশের উচ্চারণ

* পেশের উচ্চারণ বাংলা (উ = ু) কারের মত যেমন ঃ ব + ু = বু بُ = বু

※ পেশের উচ্চারণ করার সময় দুই ঠোঁট গোল করে মাঝখানে ফাকা রেখে হালকা শক্ত করে উচ্চারণ করতে হবে ※

جُ	ثُ	تُ	بُ	أُ
رُ	ذُ	دُ	خُ	حُ
ضُ	صُ	شُ	سُ	زُ
فُ	غُ	عُ	ظُ	طُ
نُ	مُ	لُ	كُ	قُ
※	يُ	ءُ	هُ	وُ

পাশাপাশি হরকতের উচ্চারণ এর পার্থক্য

سُ ↔ ثُ	طُ ↔ تُ
هُ ↔ حُ	زُ ↔ ذُ
عُ ↔ ءُ	سُ ↔ صُ
ذُ ↔ ظُ	ضُ ↔ دُ
ظُ ↔ ضُ	تُ ↔ فُ
زُ ↔ جُ	كُ ↔ قُ
جُ ↔ ذُ	زُ ↔ ظُ

শুধু মাত্র যবর, যের ও পেশ দিয়ে বানান শিক্ষা

فُتِحَ তা খোলা হয়েছে	حَسُنَ তা উত্তম হয়েছে	سُمِعَ তা শ্রবণ করা হয়েছে	قُتِلَ তাকে হত্যা করা হয়েছে
قُرِئَ পাঠ করা হয়েছে	هُدِىَ হিদায়াত দেওয়া হয়েছে	حُشِرَ জমা করা হয়েছে	كُتِبَ লেখা হয়েছে
فُعِلَ করা হয়েছে	بُعِثَ তাকে প্রেরণ করা হয়েছে	بَعُدَ সে দূরবর্তী হয়েছে	اُذِنَ তাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে
حَرُمَ সে বঞ্চিত হয়েছে	نُصِرَ তাকে সাহায্য করা হয়েছে	كَرُمَ সে সম্মানিত হয়েছে	ضُرِبَ তাকে প্রহার করা হয়েছে
عُقِدَ গিট লাগানো হয়েছে	فُقِدَ তাকে হারানো হয়েছে	حُشِرَ তাকে একত্রিত করা হয়েছে	وُجِدَ তাকে পাওয়া গেছে
حُسِبَ তাকে গণনা করা হয়েছে	نُفِخَ ফুক দেওয়া হয়েছে	فُهِمَ বোধগম্য হয়েছে	نُشِرَ ছড়ানো হয়েছে
خُلِقَ তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে	ذُكِرَ তাকে স্মরণ করা হয়েছে	كُرِهَ তা অপছন্দ করা হয়েছে	بَصُرَ সে দৃষ্টিপাত করেছে
عُلِمَ কোন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা হয়েছে	رُزِقَ তাকে রিযিক দেওয়া হয়েছে	مُنِحَ তাকে দান করা হয়েছে	جُمِعَ তা জমা করা হয়েছে

تَنْوِيْنٌ - তানউয়ীনের উচ্চারণ

দুই যবর ـً দুই যের ـٍ দুই পেশকে ـٌ তানউয়ীন বলে।

(তানউয়ীন মূলত গোপনীয় নূন)

তানউয়ীনের ব্যবহার আমরা তাজউয়ীদ অধ্যায়ে শিখব। এখানে সাধারণভাবে তানউয়ীনের কিছু উদাহরণ দেওয়া হল।

দুই যবরের উদাহরণ

اَسَفًا	ذُلُلًا	سَلَمًا	حَسَدًا	عَمَلًا
طَبَقًا	حَسَنًا	ثَمَنًا	عَرَضًا	حَرَمًا

দুই যেরের উদাহরণ

لَبَنٍ	نَفَقَةٍ	كَذِبٍ	بِقَبَسٍ	بِدَمٍ
مِئَةٍ	عِنَبٍ	عَمَدٍ	خَبَرٍ	رَقَبَةٍ

দুই পেশের উদাহরণ

حُمُرٌ	قِطَعٌ	سُرُرٌ	اَحَدٌ	بَقَرَةٌ
ظُلَلٌ	كُتُبٌ	غَبَرَةٌ	عَمَلٌ	خُشُبٌ

سَاكِنٌ - জঝমের উচ্চারণ

(بْ تْ ثْ) হরফের উপরের চিহ্ন গুলোকে জঝম অথবা (সাকিন) বলে।

* জঝম ওয়ালা হরফ তার ডান দিকের হরকতের সঙ্গে একত্রে একবার পড়তে হয়।

* জঝমের উচ্চারণ বাংলা হসন্তের উচ্চারণের মত হয়। যেমন: (ইক্‌রাম)

اَحْ	اَثْ	بَتْ	مَاْ
اِهْ	اَكْ	اَظْ	اَذْ
اَعْ	اَشْ	جَزْ	اَلْ
بَرْ	اَخْ	اَنْ	اَمْ
اِفْ	مَغْ	اِصْ	اَسْ
بَلْ	نُحْ	نَتْ	قُلْ
عَلْ	بِعْ	قُمْ	تَضْ
عَمْ	مُسْ	نُؤْ	هُمْ

জঝম ব্যবহারের মাধ্যমে বানান শিক্ষা

مِسْكٌ সুগন্ধি	لَغْوًا অনর্থক হওয়া	سَعْيًا চেষ্টা করা	خَلْقًا সৃষ্টি করা
جَمْعًا জমা করা	بَرْدًا ঠান্ডা হওয়া	يُسْرًا সহজ হওয়া	فَصْلٌ শ্রেণি কক্ষ
نُصِبَتْ দাড় করানো হয়েছে	عُمْيٌ অন্ধরা	وَالْفَتْحُ [১] বিজয়	شَأْنٌ অবস্থা
اَكْرَمْتَ তুমি সম্মান করেছো	يَمْسَسْكَ তোমাকে স্পর্শ করে	اَتْمَمْتُ আমি পূর্ণ করেছি	شِئْتُمْ তোমরা চেয়েছো
نِصْفٌ অর্ধেক	لَسْتَ আপনি নন	بَعْضٌ কিছু সংখ্যাক	مُؤْمِنٌ একজন মোমেন
اَخْرَجَ সে বের করেছে	اَمْهِلْ আপনি অবকাশ দিন	اَلْقَتْ সে নিক্ষেপ করেছে	مُسْلِمٌ একজন মুসলমান
اَكْرَمَ সে সম্মান করেছে	دَمْدَمَ তিনি ধ্বংস করেছেন	حَصْحَصَ প্রকাশ পেয়েছে	اَرْسَلَ সে প্রেরণ করেছে
يَخْرُجُ সে বের হচ্ছে	نَعْبُدُ আমরা ইবাদাত করি	اَعْبُدُ আমি ইবাদাত করি	عَسْعَسَ প্রভাত হয়েছে
تَعْرِفُ তুমি চিনবে	رَبِحَتْ লাভ জনক হয়েছে	يَشْهَدُ সে সাক্ষ্য দিচ্ছে	يَشْرَبُ সে পান করে

[১] জঝম এর ডানে হরকত ছাড়া হরফ পড়া যায় না।

قَلْقَلَةٌ ক্বলক্বলাহ এর পরিচয়

ক্বলক্বলাহ অর্থঃ পাল্টা আওয়াজ বা প্রতিধ্বনি। ক্বলক্বলার হরফ ৫টি। যথা ঃ ق ط ب ج د এ পাঁচ হরফে জঝম হলে ক্বলক্বলাহ করে পড়তে হয়। যেমন-

اَقْ اِقْ اُقْ	اَطْ اِطْ اُطْ	اَبْ اِبْ اُبْ	اَجْ اِجْ اُجْ	اَدْ اِدْ اُدْ

শব্দের মাধ্যমে ক্বলক্বলাহ শিক্ষা

اِقْرَاْ তুমি পড়	مَقْتًا জঘণ্য হওয়া	اُقْسِمُ আমি কসম করছি	يَقْدِرُ সে ক্ষমতা রাখে
نُطْفَةٌ বীর্য	بَطْشَ পাকড়াও	اَطْعَمَ সে আহার দিয়েছে	خَطْفَةٌ ছোঁ মারা
حَبْلٌ রশি	قَبْلَهُمْ তাদের পূর্বে	كَسَبْ সে উপার্জন করেছে	وَاضْرِبْ তুমি প্রহার কর
يَجْعَلُ সে তৈরী করে	اَجْرٌ প্রতিদান	وَالْفَجْرِ ফজরের কছম	زَجْرٌ ধমক
صَدْرَكَ আপনার বক্ষ	فَلْيَدْعُ সে যেন ডাকে	يَجِدْكَ আপনাকে পেয়েছে	قَدْ اَفْلَحَ অবশ্যই সে সফল হয়েছে

বি. দ্র. ক্বলক্বলাহ করার দু'টি নিয়ম।

১. ق ط এর আওয়াজ উপরের দিকে যাবে   ২. ب ج د এর আওয়াজ নিচের দিকে যাবে।

ক্বলক্বলাহ উচ্চারণের আওয়াজ শব্দের মাঝে ছোট হয়, আর শেষে বড় হয়।

*৩০ নম্বর পারার সূরা বুরুজে মোট ২২টি আয়াত আছে এর মধ্যে ২০টি আয়াতের শেষে ওয়াক্‌ফ করলে ২০টি ক্বলক্বলাহ পাওয়া যাবে। ১১ নম্বর এবং ২২ নম্বর আয়াতে ক্বলক্বলাহ নেই।

مَدٌّ-মাদ্দ এর হরফের পরিচয়

মাদ্দ অর্থ টেনে পড়া, লম্বা করা, দীর্ঘ করা। হরকতের উচ্চারণ লম্বা করে পড়াকে মাদ্দ বলে।

মাদ্দ এর হরফ তিনটি যথাঃ যবরের বাম পাশে খালি আলিফ بَا মাদ্দ এর হরফ। যেরের বাম পাশে জঝম ওয়ালা ইয়া بِيْ মাদ্দ এর হরফ। পেশের বাম পাশে জঝম ওয়ালা ওয়াও بُوْ মাদ্দ এর হরফ।

মাদ্দ এর হরফ হলে ডান দিকের হরকতের সঙ্গে এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়। যেমন- بَا بُوْ بِيْ

মাদ্দ এর হরফের মতই ৩ টি মাদ্দ এর হরকতের ব্যবহার রয়েছে

* তিনটি মাদ্দ এর হরফের পাশা-পাশি আরও তিনটি মাদ্দ এর হরকত রয়েছে। এগুলোকে বলা হয় খাড়া যবর, খাড়া যের, উল্টা পেশ। উভয়টির ব্যবহার একই রকম। যেমনঃ

هٗ	هٖ	هٰ	بٗ	بٖ	بٰ
بٖ – بِيْ		بٗ – بُوْ		بٰ – بَا	

মাদ্দ লম্বা করার পরিমাণ

- এক আলিফ লম্বার পরিমাণঃ দুটি হরকতের উচ্চারণ করতে যত সময় লাগে ততক্ষণ। যেমন ঃ بَا = بَ بَ
- তিন আলিফ লম্বার পরিমাণ ঃ ছয়টি হরকতের উচ্চারণ করতে যত সময় লাগে ততক্ষণ। যেমন ঃ مآ = مَ مَ مَ مَ مَ مَ
- চার আলিফ লম্বার পরিমাণঃ আটটি হরকতের উচ্চারণ করতে যত সময় লাগে ততক্ষণ। যেমন ঃ شآ = شَ شَ شَ شَ شَ شَ شَ شَ

যবরের বাম পাশে খালি "আলিফ" হলে এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়।

حَا	جَا	ثَا	تَا	بَا
زَا	رَا	ذَا	دَا	خَا
طَا	ضَا	صَا	شَا	سَا
قَا	فَا	غَا	عَا	ظَا
وَا	نَا	مَا	لَا	كَا
✲	✲	يَا	ءَا	هَا

শব্দের মাধ্যমে মাদ্দ শিক্ষা

نَارٌ আগুন	قَالَ সে বলেছে	كَانَ সে ছিল	تَابَ সে তাওবা করেছে
عَابِدٌ ইবাদাত কারী	ثَوَابٌ একটি কাপড়	حَاسِدٍ হিংসা কারী	خَافَ সে ভয় পেয়েছে
ذَامَالٍ মালদার	قِطَارٌ রেলগাড়ী	صَارَ সে হয়েছে	صَوَابًا সঠিক

যেরের বাম পাশে জযম ওয়ালা ''ইয়া'' হলে এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়।

حِيْ	جِيْ	ثِيْ	تِيْ	بِيْ
زِيْ	رِيْ	ذِيْ	دِيْ	خِيْ
طِيْ	ضِيْ	صِيْ	شِيْ	سِيْ
قِيْ	فِيْ	غِيْ	عِيْ	ظِيْ
وِيْ	نِيْ	مِيْ	لِيْ	كِيْ
❋	❋	يِيْ	ئِيْ	هِيْ

শব্দের মাধ্যমে মাদ্দ শিক্ষা

اُوِيْ আমি আশ্রয় নিব	كُلِيْ তুমি খাও	نُرِيْ আমরা দেখাবো	اَخِيْ আমার ভাই
كَرِيْمٌ সম্মানিত	كَثِيْرٌ বেশী	مَجِيْدٌ প্রশংসিত	دِيْنِيْ আমার ধর্ম
نَذِيْرٌ সতর্ককারী	تَجْرِيْ প্রবাহিত হয়	يَتِيْمٌ ইয়াতীম	مُحِيْطٌ বেষ্টনকারী

পেশের বাম পাশে জঝম ওয়ালা "ওয়াও" হলে এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়।

حُوْ	جُوْ	ثُوْ	تُوْ	بُوْ
زُوْ	رُوْ	ذُوْ	دُوْ	خُوْ
طُوْ	ضُوْ	صُوْ	شُوْ	سُوْ
قُوْ	فُوْ	غُوْ	عُوْ	ظُوْ
وُوْ	نُوْ	مُوْ	لُوْ	كُوْ
*	*	يُوْ	ئُوْ	هُوْ

শব্দের মাধ্যমে মাদ্দ শিক্ষা

জান্নাতের হুর	حُوْرٌ	আলো	نُوْرٌ	আত্মা	رُوْحٌ
সংরক্ষিত	مَحْفُوْظٌ	অস্তিত্ব	وُجُوْدٌ	চুক্তিসমূহ	عُقُوْدٌ
তারা নিষেধ করে	يَمْنَعُوْنَ	তারা আমল করে	يَعْمَلُوْنَ	প্রসিদ্ধ	مَشْهُوْرٌ

খাড়া যবর, খাড়া যের ও উল্টা পেশ এর ব্যবহার

খাড়া যবর, খাড়া যের, উল্টা পেশকে এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়।

بٰ بٖ بٗ	هٰ هٖ هٗ	بَا + بٰ	بُوْ + بٗ	بِيْ + بٖ

খাড়া যবর দিয়ে শব্দ গঠন

اٰمَنَ	اٰوٰى	سَجٰى	قَلٰى	عَلٰى
غَوٰى	عَصٰى	عَسٰى	طَغٰى	رَمٰى

খাড়া যের দিয়ে শব্দ গঠন

بِهٖ	عَمَلِهٖ	بِيَدِهٖ	بِعَمَلِهٖ	بِوَلَدِهٖ
هٰذِهٖ	بَلَدِهٖ	اٰيٰتِهٖ	بِوَرَقِهٖ	خِلٰلِهٖ

উল্টা পেশ দিয়ে শব্দ গঠন

عَمَلُهٗ	خِتٰمُهٗ	كِتٰبُهٗ	لَهٗ	مَعَهٗ
يَرَهٗ	رُسُلُهٗ	وُرِىَ	فَلَهٗ	وَثَاقَهٗ

لِيْنٌ – লীনের হরফের পরিচয়

লীন অর্থঃ নরম করা। লীনের হরফ ২টি যথাঃ যবরের বাম পাশে জঝম ওয়ালা ওয়াও بَوْ ও যবরের বাম পাশে জঝম ওয়ালা ইয়া بَيْ লীনের হরফ হলে ডান দিকের হরকতের সঙ্গে নরম করে তাড়াতাড়ি পড়তে হয়। যেমন-

كَوْ	قَوْ	دَوْ	خَوْ	تَوْ	بَوْ
غَوْ	شَوْ	مَوْ	طَوْ	فَوْ	اَوْ
جَوْ	وَوْ	سَوْ	رَوْ	لَوْ	حَوْ
ضَوْ	صَوْ	زَوْ	ذَوْ	ثَوْ	يَوْ
❋	ئَوْ	هَوْ	نَوْ	عَوْ	ظَوْ
كَيْ	قَيْ	دَيْ	خَيْ	تَيْ	بَيْ
غَيْ	شَيْ	مَيْ	طَيْ	فَيْ	اَيْ
جَيْ	وَيْ	سَيْ	رَيْ	لَيْ	حَيْ
ضَيْ	صَيْ	زَيْ	ذَيْ	ثَيْ	يَيْ
❋	ئَيْ	هَيْ	نَيْ	عَيْ	ظَيْ

লীনের হরফ দিয়ে বানান শিক্ষা

عَيْنٌ ঝর্ণা	يَرَوْنَهَا তারা তা দেখবে	وَيْلٌ ধ্বংশ	زَوْجًا জোড়া
اَرَءَيْتَ আপনি কি দেখেছেন ?	صَوْمًا রোযা	اَعْطَيْنَا আমরা দিয়েছি	تَوْبَةً তাওবা
رُوَيْدًا ধীঁরে ধীঁরে	اَوْحٰى لَهَا তিনি তাকে হুকুম করেছেন	كَيْدًا চক্রান্ত	هَوْنًا অপমান
اَيْنَ কোথায়	لَيْلَةٌ একরাত	قَوْمِىْ আমার জাতী	سَوْفَ অচিরেই
عَلَيْهِمْ তাদের উপর	قَوْسَيْنِ দুই ধনুক	هَدَيْنَا আমরা হিদায়াত দিয়েছি	حَوْلَهٗ চারপাশে
اٰتَيْنَا আমরা দিয়েছি	اَوْتَادًا পেরেক সমূহ	عَيْنَيْنِ দুই চোখ	يَوْمَ দিন
حَيْثُ যেথায়	خَيْرًا ভালাই	قَوْلٌ কথা	كَيْفَ কিভাবে
زَيْتٌ তেল	لَوْحٍ ফলক	لَيْلٌ রাত	فَوْزًا সফলতা
بَيْتٌ একটি ঘর	قُرَيْشٍ কুরাইশ জাতী	صَيْفٍ গ্রীষ্মকাল	غَيْبٌ অদৃশ্য
غَيْرٌ অন্য কেউ	عَلَيْهَا তার উপর	نَوْمٌ ঘুম	خَوْفٌ ভয়

تَشْدِيْدٌ-তাশদীদের পরিচয়

আরবী হরফের উপর তিন দাঁত ওয়ালা চিহ্ন بّ টির নাম তাশদীদ। তাশদীদ ওয়ালা হরফ দু'বার পড়তে হবে। প্রথমবার তার ডান দিকের হরকতের সঙ্গে মিলিয়ে, দ্বিতীয় বার তার নিজ হরকতের সঙ্গে।

যেমনঃ اَ + تُ + تَ = اَتَّ

نَعَّمَ আরাম দিয়েছেন	عَدَّدَ সে গণনা করেছে	كَرَّةٍ একবার	قَدَّرَ সে নির্ধারণ করেছে
فُصِّلَتْ পৃথক করা হয়েছে	حُرِّمَتْ তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে	تَقَدَّمَ সে অগ্রসর হয়েছে	صَدَّقَ সে সত্যায়ন করেছে
قَيِّمَةٌ মূল্যবান	১ اَلسَّلَامُ শান্তি দাতা	زُوِّجَتْ একত্রিত করা হয়েছে	كُوِّرَتْ সে আলক হীন হয়েছে
لَذَّةٌ স্বাদ	قُوَّةٌ শক্তি	مَحَبَّةٌ মুহাব্বত	عَشِيَّةٌ সন্ধা
مَكِّيٌّ মক্কানিবাসী	২ مَاعَبَدْتُّمْ তোমরা যার ইবাদাত কর	تَزَكّٰى সে সংশোধন হয়েছে	تَوَلّٰى সে পৃষ্ঠ প্রদর্শণ করেছে
قَوِيٌّ শক্তিশালী	خَفِيٌّ অপ্রকাশ্য	نَبِيٌّ একজন নাবী	وَلِيٌّ অভিভাবক
شَقِيٌّ দুর্ভাগা	ذُرِّيَّةٌ প্রজন্ম	يَشَّقَّقُ সে বিদীর্ণ করবে	غَنِيٌّ একজন ধনী

১ তাশদীদের ডানে হরকত ছাড়া হরফ পড়া যায় না ২ তাশদীদের ডানে জঝম পড়া যায় না

غُنَّةٌ গুন্নাহ্'র পরিচয়

গুন্নাহ্ অর্থ: নাকে আওয়াজ বাজানো, গুন্নাহ্'র হরফ ২টি যথা: ن م নূন, মীম ছাড়া কোথাও কোন গুন্নাহ্ হয়না। কুরআন মাজীদে মোট ছয় প্রকার গুন্নাহ্ রয়েছে যেমনঃ (১) ওয়াজিব গুন্নাহ্ (২) ইক্লাব গুন্নাহ্ (৩) ইদগামি বা-গুন্নাহ্ (৪) ইখফা গুন্নাহ্ (৫) ইখফায়ি শাফাউয়ী গুন্নাহ্ (৬) ইদগামী শাফাউয়ী গুন্নাহ্।

এখানে আমরা ওয়াজিব গুন্নাহ্ শিখবো বাকি ৫ প্রকার গুন্নাহ্ নূন সাকিন-তানউয়ীন ও মীম সাকিন এর অধ্যায়ে রয়েছে।

وَاجِبٌ غُنَّةٌ ওয়াজিব গুন্নাহ্

হরকতের বামে নূনে اِنَّ অথবা মিমে مِمَّ তাশ্দীদ হলে গুন্নাহ্ করে পড়তে হয়। একে ওয়াজিব গুন্নাহ্ বলে।

ن নূনের গুন্নাহ্

* নূনের গুন্নাহ্ করার সময় মুখ ফাঁকা রেখে গুন্নাহ্ করতে হবে।

তারা হয়েছে كُنَّ	ظَنَّ সে ধারণা করেছে	যে اَنَّ
স্থিতিময় كُنَّسِ	خُنَّسِ ডুবে যাওয়া তারকা	মানুষের জন্য لِلنَّاسِ
যেন তারা كَاَنَّهُمْ	لَاَذْبَحَنَّهٗ আমি অবশ্যই তাকে জবাই করবো	সন্তুষ জনক مُطْمَئِنَّةٌ

م মীমের গুন্নাহ্

* মীমের গুন্নাহ্ করার সময় মুখ বন্ধ রেখে গুন্নাহ্ করতে হবে।

বধীর صُمٌّ	عَمَّ কি সম্পর্কে	কি থেকে مِمَّ
অতপর ثُمَّ	চাদর আবৃত مُزَّمِّلٌ	مُحَمَّدٌ
বহণকারী حَمَّالَةٌ	আর যা থেকে وَمِمَّا	আর যখন فَلَمَّا

مَدّ মাদ্দ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

এক আলিফ মাদ্দ ৪ প্রকার

১. মাদ্দি ত্ববায়ী (অর্থ: স্বভাবগত)	৩. মাদ্দি বাদাল (অর্থ: পরিবর্তন)
২. মাদ্দি লীনি আ'রিদ্ব (অর্থ: নরম)	৪. মাদ্দি ই'ওয়াদ্ব (অর্থ: পরিবর্তে)

তিন আলিফ মাদ্দ ২ প্রকার

১. মাদ্দি মুৎফাসিল (অর্থ:পৃথক)	২. মাদ্দি আ'রিদ্ব (অর্থ:অস্থায়ী)

চার আলিফ মাদ্দ ৫ প্রকার

১. মাদ্দি লাঝিম হারফি মুখাফ্‌ফাফ্ (অর্থ:সহজ)	২. মাদ্দি লাঝিম হারফি মুছাক্কাল (অর্থ:কঠিণ)
৩. মাদ্দি লাঝিম কিলমি মুখাফ্‌ফাফ	৪. মাদ্দি লাঝিম কিলমি মুছাক্কাল
৫. মাদ্দি মুত্তাসিল (অর্থ:সংযুক্ত)	

এক আলিফ মাদ্দ এর পরিচয়

১. مَدّ طَبَعِى **মাদ্দি ত্ববায়ী ঃ** মাদ্দ এর হরফ ও হরকত হলে এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়। একে মাদ্দি ত্ববায়ী বলে। যেমন ঃ

عَابِدٌ ইবাদাত কারী	ثَوَابٌ বিনিময়	حَاسِدٌ হিংসাকারী	خَافَ সে ভয় পেয়েছে
نَذِيْرٌ সতর্ককারী	تَجْرِيْ প্রবাহিত হয়	يَتِيْمٌ একজন ইয়াতিম	مُحِيْطٌ বেষ্টনকারী
وُجُوْدٌ অস্তিত্ব	عُقُوْدٌ গিট সমূহ	حُوْرٌ জান্নাতের হুর	رُوْحٌ আত্মা
عَلٰى উপরে	قَلٰى সে অসন্তুষ্ট হয়েছে	سَجٰى ঢেকে দিয়েছে	اٰوٰى আশ্রয় দিয়েছে

২. مَدُّ لِيْنٌ عَارِضٌ মাদ্দি লীনি আ'রিদ্ব

লীন এর হরফের বামের হরফে ওয়াক্ফ মাদ্দি লীনি আ'রিদ্ব এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়। যেমন ঃ

قَوْسَيْنِ •	عَيْنٌ •	وَيْلٌ •	يَوْمٌ •
قَوْلٌ •	قُرَيْشٍ •	مَوْتٌ •	خَوْفٌ •
صَيْفِ •	بَيْتٌ •	شَفَتَيْنِ •	عَيْنَيْنِ •

*সূরা কুরাইশের চার আয়াতের শেষে ওয়াক্ফ করলে চারটি মাদ্দি 'লীন' পাওয়া যাবে।

৩. مَدُّ بَدَلٌ মাদ্দি বাদাল

হামঝা'র সঙ্গে মাদ্দ এর হরফ/হরকত থাকলে একেই মাদ্দি বাদাল বলে। এটাও এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়। যেমনঃ

اِلْفِ	اِيْمٰنًا	اُوْمِنَ	اٰمَنَ

৪. مَدُّ عِوَضٌ মাদ্দি ই'ওয়াদ্ব

দুই যবরের বামে ওয়াক্ফ মাদ্দি ই'ওয়াদ্ব, এক যবর বাদ দিয়ে এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়। যেমনঃ

كَيْدًا •	صَوْمًا •	زَوْجًا •	كِتَابًا •
صَوَابًا •	كِرَامًا •	لِبَاسًا •	حِسَابًا •

সূরা নাবা ও নাযিয়াত এর প্রায় আয়াতের শেষেই এই মাদ্দটি পাওয়া যাবে।

দুই যবরের বামে খালি আলিফ না থাকলেও ১ আলিফ লম্বা হবে যেমন: طُوًى •

* গোল তায়ে ةً দুই যবর হলে মাদ্দ হবে না, ةْ হা সাকিন পড়তে হবে।

তিন আলিফ মাদ্দ এর পরিচয়ঃ

১. مَدٌّ مُنْفَصِلٌ মাদ্দি মুংফাসিলঃ

মাদ্দ এর হরফের উপর চিকন চিহ্ন বামে ا হামঝাহ্ থাকলে, তিন আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়, একে মাদ্দি মুংফাসিল বলে। যেমন ঃ -

قَالُوْٓا اِنَّا	لَآ اَعْبُدُ	لَآ اِلٰهَ
مَآ اَغْنٰى	يَدَآ اَبِىْ	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ
فِىْٓ اَحْسَنِ	عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ	اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ
وَمَآ اَرْسَلْنَا	وَمَآ اُوْتِىَ	عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ

২. مَدٌّ عَارِضٌ মাদ্দি আ'রিদ্ব

মাদ্দ এর হরফের বামের হরফে ওয়াক্‌ফ হলে, তিন আলিফ **লম্বা করে** পড়তে হয়, একে মাদ্দি **আ**'রিদ্ব বলে। যেমনঃ-

اَلرَّحْمٰنُ ○	شَهِيْدٌ ○	حَكِيْمٌ ○
مُفْلِحُوْنَ ○	حِسَابٌ ○	تَعْلَمُوْنَ ○
اِبْرَاهِيْمَ ○	يَفْعَلُوْنَ ○	رَحِيْمٌ ○
تَضْلِيْلٍ ○	يَسْجُدْنِ ○	لَا يَبْغِيْنَ ○

চার আলিফ মাদ্দ এর পরিচয়ঃ

১. مَدٌّ لَازِمٌ حَرْفٌ مُخَفَّفٌ মাদ্দি লাঝিম হারফি মুখাফ্‌ফাফ্ ঃ হরফের উপর মোটা চিহ্ন বামে তাশদীদ না থাকলে, চার আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়, একে মাদ্দি লাঝিম হারফি মুখাফ্‌ফাফ্ বলে। যেমন ঃ-

كٓهٰيٰعٓصٓ	الٓرٰ	نٓ	صٓ	يٰسٓ
طٰسٓ	قٓ	عٓسٓقٓ	حٰمٓ	★

২. مَدٌّ لَازِمٌ حَرْفٌ مُثَقَّلٌ মাদ্দি লাঝিম হারফি মুছাক্কাল ঃ হরফের উপর মোটা চিহ্ন বামে তাশদীদ থাকলে, চার আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়, একে মাদ্দি লাঝিম হারফি মুছাক্কাল বলে। যেমন ঃ

الٓمّٓصٓ	طٰسٓمّٓ	الٓمّٓرٰ	الٓمّٓ

৩. مَدٌّ لَازِمٌ كِلْمِىٌّ مُخَفَّفٌ মাদ্দি লাঝিম কিলমী মুখাফ্‌ফাফ্ ঃ মাদ্দ এর হরফের উপর মোটা চিহ্ন বামে জঝম থাকলে, চার আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়, একে মাদ্দি লাঝিম কিলমী মুখাফ্‌ফাফ্ বলে। যেমনঃ آلْئٰنَ

৪. مَدٌّ لَازِمٌ كِلْمِىٌّ مُثَقَّلٌ মাদ্দি লাঝিম কিলমী মুছাক্কাল ঃ মাদ্দ এর হরফের উপর মোটা চিহ্ন বামে তাশদীদ থাকলে, চার আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়, একে মাদ্দি লাঝিম কিলমী মুছাক্কাল বলে। যেমনঃ

جَآنٌّ	حَآجَّكَ	دَآبَّةٌ	ضَآلًّا
كَآفَّةً	تَحَٰٓضُّونَ	طَآمَّةُ	صَآخَّةُ

৫. مَدٌّ مُتَّصِلٌ মাদ্দি মুত্তাসিল ঃ মাদ্দ এর হরফের উপর মোটা চিহ্ন বামে হামঝাহ থাকলে, চার আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়, একে মাদ্দি মুত্তাসিল বলে। যেমন ঃ

سَوَآءٌ	مَآءً	شَآءَ	جَآءَ
اُولٰٓئِكَ	شُهَدَآءَ	قَآئِمًا	نِسَآءً

নূন সাকিন ও তানউয়ীন-এর পরিচয়

نْ নূন সাকিন জঝম ওয়ালা নূনকে বলে। بً দুই যবর, بٍ দুই যের, بٌ দুই পেশকে তানউয়ীন বলে। অথবা গোপনীয় নূন সাকিন বলে।

নূন সাকিন ও তানউয়ীন ৪ প্রকারে পড়া যায়। যথাঃ

اِقْلَابٌ ইক্বলাব	اِدْغَامٌ ইদগাম	اِظْهَارٌ ইযহার	اِخْفَاءٌ ইখফা'

ইক্বলাব এর পরিচয়

ইক্বলাব অর্থ ঃ পরিবর্তন করে পড়া, ইক্বলাবের হরফ একটি যথাঃ ب ।
নূন সাকিন ও তানউয়ীনের বামে ইক্বলাবের হরফ আসলে م দ্বারা পরিবর্তন করে গুন্নাহর সাথে পড়তে হয়। যেমন ঃ-

اَنْۢبَاَكَ	مِنْۢ بُطُوْنِ	تَنْۢبُتُ	فَانْۢبِذْ
سُنْۢبُلٰتٍ	مِنْۢ بَقْلِهَا	اَنْۢبَتَتْ	مِنْۢ بَعْضٍ
سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ	جَنَّةٍۢ بِرَبْوَةٍ	قَوْلًاۢ بَلِيْغًا	خَبِيْرًاۢ بَصِيْرًا
ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ	صُمٌّۢ بُكْمٌ	زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ	غَمًّاۢ بِغَمٍّ

*** ইক্বলাব গুন্নাহ্ করার নিয়ম ঃ** ইক্বলাব গুন্নাহ্ করার সময় দুই ঠোঁটের মাঝখানে চুল পরিমাণ ফাঁকা থাকবে (দুই ঠোঁট লাগে লাগে অবস্থায়)।

* উস্তাদের মুখের দিকে দেখে দেখে শিখে নিন *

ইদগাম এর পরিচয়

*** ইদগাম অর্থ ঃ** মিলিয়ে পড়া। ইদগাম ২ প্রকার, যথা: ইদগামি বা-গুন্নাহ্, ইদগামি বিলা-গুন্নাহ্।

اِدْغَامٌ بِغُنَّةٍ * ইদগামি বা-গুন্নাহ এর পরিচয় *

ইদগামি বা-গুন্নাহ অর্থ ঃ গুন্নাহর সাথে মিলিয়ে পড়া। বা-গুন্নাহর হরফ ৪টি

যথাঃ- ى م و ن

নূন সাকিন ও তানউয়ীনের বামে বা-গুন্নাহর হরফ আসলে গুন্নাহর সাথে মিলিয়ে পড়তে হয়। যেমনঃ-

مِيْثَاقًا يَّوْمَ	عَيْنًا يَّشْرَبُ	مَنْ يَّكْفُرُ	مَنْ يَّقُوْلُ
بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ	قَمَرًا مُّنِيْرًا	مِنْ مَّسَدٍ	مِنْ مَّطَرٍ
نُوْحٍ وَّعَادٍ	حَبًّا وَّنَبَاتًا	مِنْ وَّلِيٍّ	مِنْ وَّرَقٍ
عِظَامًا نَّخِرَةً	خَيْرٌ نُّزُلًا	مِنْ نُّطْفَةٍ	مِنْ نُّوْرٍ

* বি.দ্র. একই শব্দে নূন সাকিনের বামে বা-গুন্নাহ্‌র হরফ আসলে গুন্নাহ্‌ হবে না। এটাকে ইযহারি মুত্বলাক্ব বলে। যেমন ঃ-

دُنْيَا	بُنْيَانٌ	قِنْوَانٌ	صِنْوَانٌ

اِدْغَامٌ بِلَا غُنَّةٍ ইদগামি বিলা-গুন্নাহ এর পরিচয়

ইদগামি বিলা-গুন্নাহ্‌ অর্থঃ গুন্নাহ্‌ ছাড়া মিলিয়ে পড়া। বিলা-গুন্নাহর হরফ ২টি ر - ل

নূন সাকিন ও তানউয়ীনের বামে বিলা-গুন্নাহর হরফ আসলে গুন্নাহ্‌ ছাড়া মিলিয়ে পড়তে হয়। যেমনঃ-

مِنْ رَّبِّ	اَنْ رَّاٰهُ	مِنْ رَّحْمَةٍ
عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ	عَزِيْزٌ رَّحِيْمٌ	ثَمَرَةٍ رِّزْقًا
اَنْ لَّمْ يَرَهٗ	لَئِنْ لَّمْ	مِنْ لَّدُنْ
وَيْلٌ لِّكُلِّ	قَسَمٌ لِّذِىْ	خَيْرٌ لَّهٗ

ইযহার এর পরিচয়

ইযহার অর্থ ঃ গুন্নাহ্ ছাড়া স্পষ্ট করে পড়া। ইযহার এর হরফ ৬টি যেমন ঃ ء ه ع ح غ خ নূন সাকিন ও তানউয়ীনের বামে ইযহার এর হরফ আসলে গুন্নাহ্ ছাড়া স্পষ্ট করে পড়তে হয়। যেমন ঃ

نُوْحًا هَدَيْنَا	مِنْهُ	عَذَابًا اَلِيْمًا	مَنْ اٰمَنَ
نَارٌ حَامِيَةٌ	مِنْ حِكْمَةٍ	عَذَابٌ عَظِيْمٌ	مِنْ عِلْمٍ
فُلَانًا خَلِيْلًا	مِنْ خَيْرٍ	اَجْرٌ غَيْرُ	مِنْ غِلٍّ

ইখফা এর পরিচয়

ইখফা অর্থ ঃ গোপন করা বা গুন্নাহ্ করা। ইখফার হরফ ১৫টি যেমনঃ-

ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك

নূন সাকিন ও তানউয়ীনের বামে ইখফার হরফ আসলে গোপন অথবা গুন্নাহ্ করে পড়তে হয়। যেমন ঃ-

قَوْلًا ثَقِيْلًا	مَنْ ثَقُلَتْ	يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ	فَمَنْ تَابَ
دَكًّا دَكًّا	مِنْ دُوْنِهٖ	عَيْنٌ جَارِيَةٌ	مِنْ جُوْعٍ
صَعِيْدًا زَلَقًا	فَمَنْ زُحْزِحَ	نَارًا ذَاتَ	عَنْ ذَنْۢبِهٖ
لِنَفْسٍ شَيْئًا	مِنْ شَرٍّ	قَوْلًا سَدِيْدًا	نَنْسَخْ
عَذَابًا ضِعْفًا	مَنْضُوْدٍ	صَفًّا صَفًّا	فَانْصَبْ

ظِلًّا ظَلِيْلًا	يَنْظُرُوْنَ	قَوْمًا طَاغِيْنَ	مُقَنْطَرَةٍ
كُتُبٌ قَيِّمَةٌ	مِنْ قَبْلِ	قِتَالٍ فِيْهِ	يُنْفِقُ
بِدَمٍ كَذِبٍ	لَئِنْ كَفَرْتُمْ	حَمْدًا كَثِيْرًا	مِنْ كُتُبٍ

*** ইখফা গুন্নাহ্ করার নিয়মঃ**

ইখফা ২ প্রকারের গুন্নাহ্ হয় (১) পাতলা (২) মোটা। ইখফার ১৫টি হরফের মধ্যে ৫টি মুস্তালিয়ার হরফ বা মোটা হরফ আছে (ص ض ط ظ ق) নূন সাকিন ও তানউয়ীনের বামে এ পাঁচটি হরফের কোন হরফ আসলে মোটা আওয়াজে গুন্নাহ্ করতে হবে। আর বাকি ১০ হরফের কোন হরফ আসলে পাতলা আওয়াজে গুন্নাহ্ করতে হবে।

*** ইখফা গুন্নাহর আরেকটি নিয়মঃ**

ইখফা গুন্নাহ্ করার সময় নূন সাকিন ও তানউয়ীনের বামে ইখফার যে হরফ আসবে গুন্নাহ্ করার সময় সে হরফের মাখরাজের কাছা-কাছি থাকতে হবে। (উস্তাদগণের মুখের দিকে দেখে দেখে শিখে নিন)।

নূন সাকিন ও তানউয়ীনের হরফের পরীক্ষা

ইক্বলাব, ইদগাম, ইযহার ও ইখফার হরফগুলো দেখে দেখে মুখস্ত করে নিন।

د ইখফা	خ ইযহার	ح ইযহার	ج ইখফা	ث ইখফা	ت ইখফা	ب ইক্বলাব
ض ইখফা	ص ইখফা	ش ইখফা	س ইখফা	ز ইখফা	ر ইদগামী বিলা-গুন্নাহ	ذ ইখফা
ك ইখফা	ق ইখফা	ف ইখফা	غ ইযহার	ع ইযহার	ظ ইখফা	ط ইখফা
ي ইদগামী বা-গুন্নাহ	ء ইযহার	ه ইযহার	و ইদগামী বা-গুন্নাহ	ن ইদগামী বা-গুন্নাহ	م ইদগামী বা-গুন্নাহ	ل ইদগামী বিলা-গুন্নাহ

মীম সাকিন এর পরিচয়

মীম সাকিন مْ জযম ওয়ালা মীমকে বলে। মীম সাকিন পড়ার নিয়ম ৩ টি
(১) ইখ্‌ফায়ি শাফাউয়ী (২) ইদ্‌গামি শাফাউয়ী (৩) ইয্‌হারি শাফাউয়ী।

১. মীম সাকিন এর বামে ب আসলে ঐ মীম সাকিন কে গুন্নাহ্ করে পড়তে হয়। একে ইখ্‌ফায়ি শাফাউয়ী বলে। اِخْفَاءٌ شَفَوِيٌّ

يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ	وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ
قُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ	تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ
فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ	صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ
اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ	فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

২. মীম সাকিন এর বামে মীম م আসলে গুন্নাহ্‌র সাথে মিলিয়ে পড়তে হয়। একে ইদ্‌গামি শাফাউয়ী বলে। যেমনঃ- اِدْغَامٌ شَفَوِيٌّ

اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ	عَلَيْهِمْ مَّطَرًا
وَاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ	وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ
قُلُوْبُهُمْ مَّا كَانُوْا	اِنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ
عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ	وَمَا هُمْ مِّنْكُمْ

৩. মীম সাকিন এর বামে ب অথবা م ব্যতীত অন্য হরফ আসলে মীম সাকিনকে স্পষ্ট করে পড়তে হয়। একে ইয্‌হারি শাফাউয়ী বলে। اِظْهَارٌ شَفَوِيٌّ

اَللّٰه শব্দের ل পড়ার নিয়ম

اَللّٰه শব্দের ل কখনো মোটা, কখনো পাতলা করে পড়তে হয়। اَللّٰه শব্দের ডানে যবর অথবা পেশ হলে আল্লাহ শব্দের ل (লাম) কে মোটা করে পড়তে হয়। আর اَللّٰه শব্দের ডানে যের হলে আল্লাহ শব্দের ل (লাম) কে পাতলা করে পড়তে হয়।

اَللّٰه শব্দের ডানে যবর হলে আল্লাহ শব্দের লামকে মোটা করে পড়তে হয়।

نَاقَةَ اللّٰهِ	اَللّٰهُمَّ	اَللّٰهُ
قَالَ اللّٰهُ	سَمِعَ اللّٰهُ	مِنَ اللّٰهِ

اَللّٰه শব্দের ডানে পেশ হলে আল্লাহ্ শব্দের লামকে মোটা করে পড়তে হয়।

رَسُوْلُ اللّٰهِ	نُوْرُ اللّٰهِ	كَلَامُ اللّٰهِ
اِمْدَادُ اللّٰهِ	يُرِيْدُ اللّٰهِ	وَ تَّقُوْا اللّٰهِ

اَللّٰه শব্দের ডানে যের হলে আল্লাহ শব্দের লামকে পাতলা করে পড়তে হয়।

فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ	بِسْمِ اللّٰهِ	اَعُوْذُ بِاللّٰهِ
بَلِ اللّٰهِ	اَمْرِ اللّٰهِ	بِنِعْمَةِ اللّٰهِ

ر হরফ পড়ার নিয়ম

র (ر) হরফটি পড়ার সময় নিয়ম অনুযায়ী দু'ধরণের আওয়াজ বা স্বরে পড়তে হয়। প্রথমত, র (ر) মোটা আওয়াজে, দ্বিতীয়তঃ র (ر) হালকা পাতলা আওয়াজে।

মোটা আওয়াজে পড়ার নিয়মঃ এ আওয়াজে উচ্চারণের সময় জিহ্বার গোড়ার অংশ উপরের দিকে কিছুটা উঠে যাবে। সে কারণে আওয়াজ কিছুটা গম্ভীর এবং মোটা হবে।

নিম্নের নিয়মগুলোতে (ر) মোটা করে পড়তে হবে।

সংখ্যা	(ر) মোটা পড়ার নিয়মাবলী	উদাহরণ
১	(ر) এর উপর যখন যবর হবে।	رَاَيْتُ - رَسُوْلٌ
২	(ر) এর উপর যখন পেশ হবে।	رُسُلٌ - كَفِرُوْنَ
৩	(ر) এ সাকিন এবং তার আগের হরফের উপর যখন যবর হবে।	يَرْجِعُوْنَ - وَاَرْسَلَ
৪	(ر) এ সাকিন এবং তার আগের হরফে যখন পেশ হবে।	زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ - تُرْجَعُ الْاُمُوْرِ
৫	(ر) এ সাকিন এবং তার পূর্বের হরফে যখন আ'রিদ্ব যের হবে।	مَنِ ارْتَضٰى - رَبِّ ارْجِعُوْنَ
৬	(ر) এ সাকিন এবং তার পূর্বের হরফে যের আর (ر) হরফের পরের হরফে একই শব্দে মোটা হরফ আসলে।	مِرْصَادٌ - قِرْطَاسٌ
৭	(ر) এ যদি ওয়াক্‌ফ করা হয় তার পূর্বের হরফে সাকিন এবং সাকিনের পূর্বের হরফে যবর অথবা পেশ হলে। কিন্তু (ر) এর পূর্বে ইয়া সাকিন ব্যতীত।	سُرُوْرٌ ۔ شَهْرٌ ۔

(ر) হরফ পাত্‌লা পড়ার নিয়ম

সংখ্যা	(ر) পাত্‌লা পড়ার নিয়মাবলী	উদাহরণ
১	(ر) হরফের নিচে যের হলে	رِزْقًا - رِكْزً
২	(ر) হরফে সাকিন এবং তার পূর্বের হরফে যের আসলি (আসল) হলে।	فِرْعَوْنَ - مِرْيَةٌ
৩	(ر) হরফে ওয়াক্‌ফ করার সময় তার পূর্বে ইয়া সাকিন হলে।	خَيْرٌ - سَيْرٌ
৪	(ر) হরফে ওয়াক্‌ফ করার সময় তার পূর্বের হরফে সাকিন এবং সাকিনের পূর্বে যের হলে।	ذِكْرٌ. بِعْرٌ.

'র' হরফের উচ্চারণে মোটা পাতলা একটি গুরত্ব পূর্ণ বিষয় রয়েছে, এ বিষয়টি বুঝার জন্য জিহ্বার একটি পরিপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এ বিষয়ে উচ্চারণে ভাল এমন একজন দক্ষ উস্তাযের নিকট থেকে সরাসরি প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি।

মাশাআল্লাহ্ ও ইংশাআল্লাহ্ এর ব্যবহার

ইংশাআল্লাহ্: বাংলা কথার শেষে 'ব' ইংশাআল্লাহ্ বলিবো। • اِنْ شَآءَ اللّٰهُ

আমরা যখন বাংলায় কথা বলি, কথার শেষ অক্ষর/বাক্যের শেষ অক্ষর যদি হয় 'ব' তাহলে আমরা বলবো ইংশাআল্লাহ্। যেমন: (১) আমি ফজরের নামাজ মসজিদে পড়বো, ইংশাআল্লাহ্। (২) আগামীতে হজ্বে যাবো, ইংশাআল্লাহ্। (৩) সব সময় সত্য কথা বলবো, ইংশাআল্লাহ্। (৪) আমি প্রতিদিন 'এসো কুরআন শিখি' ক্লাসে আসবো, ইংশাআল্লাহ্। ইংশাআল্লাহ অর্থ: যদি আল্লাহ তা'য়ালা চান।

মাশাআল্লাহ্: যখন সুন্দর/ভাল দেখিবো মাশাআল্লাহ্ বলিবো। • مَا شَآءَ اللّٰهُ

আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্টি জগতে কোন সুন্দর কিছু দেখিলে বলবো মাশাআল্লাহ্। অথবা কেউ কোন ভাল কাজ করলে তাকে বলবো মাশাআল্লাহ্। যেমন: (১) মক্কা ও মদিনা দেখতে খুবেই সুন্দর, মাশাআল্লাহ্। (২) এবার আব্দুর রহিমের জমিতে খুবেই ভাল ফসল হয়েছে, মাশাআল্লাহ্। (৩) সহীহ্ তা'লীমুল কুরআন ফাউন্ডেশনের মাল্টিমিডিয়া কুরআন শিক্ষার পদ্ধতি খুবেই সুন্দর, মাশাআল্লাহ্। মাশাআল্লাহ্ অর্থ: আল্লাহ তা'য়ালা যা চান। সূরা কাহাফ-৩৯ এবং সূরা আ'লা-৭

اِقْرَءُوا الْقُرْاٰنَ فَإِنَّهُ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِأَصْحَابِهِ ○

(মুসলিম) খন্ড ২, পৃষ্ঠা ১৯৭ হাদীস ১৯১০

তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর, কারণ, কুরআন কিয়ামাতের দিন তিলাওয়াত কারীর জন্য সুপারিশ করবে।

أَنَا শব্দ পড়ার নিয়ম

আমরা পূর্বে পড়েছি যবরের বাম পাশে খালি আলিফ থাকলে এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়। তবে আনা শব্দ লম্বা করে পড়া যাবেনা। যেমন: وَلَآ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ • সূরা কাফিরুনের এই আয়াতটির আনা শব্দ লম্বা হবেনা।

শুধুমাত্র চার অবস্থায় আনা শব্দ লম্বা করে পড়তে হবে।

সূরা লুকমান, আয়াত- ১৫	وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ○
সূরা যুমারা,আয়াত- ১৭	أَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَأَنَابُوْٓا إِلَى اللّٰهِ ○

সূরা আলি ইমরান,আয়াত-১১৯

وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ○

সূরা ফুরক্বান আয়াত- ৪৯

وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَامًا وَّأَنَاسِيَّ كَثِيْرًا ○

বি:দ্রঃ এ জাতীয় শব্দ মূলত আনা নয়, এখানে দুটি শব্দ রয়েছে, তা লম্বা করে পড়তে হবে।

সূরা মূলক,আয়াত- ৯ قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ○

زَائِدَةٌ-আলিফে যা-ইদাহ্

আলিফে যা-ইদাহ্ অর্থ:- অতিরিক্ত আলিফ। এতে লম্বা করা যাবেনা। এটা কুরআন মাজীদে মোট ২৪ জায়গায় আছে। এটা লিখতে ব্যবহার হবে পড়তে ব্যবহার হবে না। তবে এতে ওয়াক্‌ফ করলে এক আলিফ লম্বা হবে।

সূরা দাহ্‌র আয়াত -১৬	قَوَارِيْرَا۟ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ﴿١٦﴾
সূরা দাহ্‌র আয়াত -১৫	وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا۠ ﴿١٥﴾

তিলাওয়াতে ওয়াক্ফ করার নিয়মাবলী

আমরা কথা বলার সময় ছোট/বড় বিভিন্ন রকমের বাক্য দ্বারা কথা বলে থাকি। বড় কথার মাঝখানে দম ছেড়ে দিয়ে আবার কথা বলতে শুরু করি। যেখানে দম ছেড়ে দেই সে কথাটি লেখার সময় (।) দাঁড়ি বা (,) কমা দিয়ে থাকি। এ রকমভাবে সকল ভাষার মধ্যেই দাঁড়ি বা কমা রয়েছে। তেমনিভাবে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করার সময়ও দাঁড়ি/কমা রয়েছে। এগুলোকে বলা হয় ওয়াক্ফ। কুরআন তিলাওয়াতে অনেক ধরণের ওয়াক্ফ রয়েছে। নিম্নে কিছু ওয়াক্ফের বর্ণনা দেয়া হলো।

ক্রঃ	চিহ্নসমূহের নাম	ওয়াকফ করা/না করার বিবরণ
১	(০) ওয়াক্ফে তাম	আয়াত শেষে এ চিহ্ন থাকলে ওয়াক্ফ করতে হবে।
২	(م) ওয়াক্ফে লাযিম	এ চিহ্নে ওয়াক্ফ করতে হবে, না হয় অর্থ পরিবর্তন হয়ে যাবে।
৩	(ط) ওয়াক্ফে মুত্বলাক	এ চিহ্নে ওয়াক্ফ করা উত্তম।
৪	(ج) ওয়াক্ফে জায়েয	এ চিহ্নে ওয়াকফ্ করা না করা উভয়ই জায়েয। (তবে ওয়াকফ করা উত্তম)
৫	(ز) ওয়াক্ফে মুজাওয়াজ	এ চিহ্নে ওয়াকফ্ করা না করা উভয়ই জায়েয। (তবে ওয়াকফ করা উত্তম)
৬	(ص) ওয়াক্ফে মুরাখ্খাছ	এ চিহ্নে ওয়াক্ফ না করা উত্তম।
৭	(قف) ওয়াক্ফে আমর	এ চিহ্নে অবশ্যই ওয়াক্ফ করতে হবে।

ক্রঃ	চিহ্নসমূহের নাম	ওয়াক্ফ করা/না করার বিবরণ
৮	قِ ওয়াক্ফে ক্বীল আলাইহি	এ চিহ্নে ওয়াক্ফ না করা ভালো।
৯	لا লা ওয়াক্ফ আলাইহি	এ চিহ্নে ওয়াক্ফ করা যাবে না, তবে অনেক সময়ই ওয়াক্ফ করা যায়।
১০	صلى ওয়াক্ফ ওয়াছলে আওলা	এ চিহ্নে মিলিয়ে পড়া ভাল।
১১	سكتة ওয়াক্ফে সাক্তাহ	শ্বাস চালু রেখে আওয়াজ (১ আলিফ) পরিমাণ সময় বন্ধ রেখে তিলাওয়াত করবে।
১২	وقف ওয়াক্ফ	এ চিহ্নে ওয়াক্ফ করা যাবে।
১৩	معانقة মু-য়া'নাকাহ্	এ চিহ্নগুলো শব্দের দুই পাশে থাকে যে কোন একটিতে ওয়াক্ফ করবে।
১৪	وقف نبي صلى ওয়াক্ফে নাবী (সাঃ)	এ চিহ্নে থামা উত্তম।
১৫	وقف غفران ওয়াক্ফে গুফরান	এ চিহ্নে থামলে গুনাহ মাফ হয়।
১৬	وقف جبرائيل ওয়াক্ফে জিবরাঈল	এ চিহ্নে থামলে বরকত হয়।
১৭	ربع রুবূ	এ চিহ্ন পারার এক চতুর্থাংশ $\frac{১}{৪}$ অংশ
১৮	نصف নিসফ	এ চিহ্ন পারার অর্ধাংশ $\frac{১}{২}$ অংশ
১৯	ثلث ছুলুছ	এ চিহ্ন পারার তিন চতুর্থাংশ $\frac{৩}{৪}$ অংশ

سكتة ছাকতাহ-এর বর্ণনা

سكتة অর্থ ঃ চুপ থাকা, এটিও একটি ওয়াক্ফের মত, তবে এটার নিয়ম ভিন্ন। কুরআন মাজীদ এ মোট ৪ জায়গায় سكتة আছে। দু'টি শব্দের মাঝখানে سكتة থাকে। এটা পড়ার নিয়মঃ প্রথম শব্দ বলার পর ১ আলিফ পরিমাণ আওয়াজ বন্ধ করে শ্বাস জারি রেখে পড়তে হয়।

مِنْ مَّرْقَدِنَا سكتة هٰذَا সূরা ইয়াসিন, আয়াত-৫২	عِوَجًا سكتة قَيِّمًا সূরা ক্বাহাফ, আয়াত-১
كَلَّا بَلْ سكتة رَانَ সূরা মুত্বফ্ফিফীন, আয়াত-১৪	وَقِيْلَ مَنْ سكتة رَاقٍ সূরা ক্বিয়ামাহ্, আয়াত-২৭

ওয়াক্ফ সংক্রান্ত কিছু জরুরী বিষয়

আমরা কুরআন তিলাওয়াত করতে হরকত, তানউয়ীন, জঝম, তাশদীদসহ মোট ১১টি চিহ্ন ব্যবহার করে থাকি। এ ১১টি চিহ্নের মধ্যে ওয়াক্ফ করার সময় ৭টি চিহ্নে জঝম ব্যবহার করতে হয়। তা হচ্ছেঃ ـَـ ـِـ ـُـ ـٍـ ـٌـ ـٖـ ـٗـ

আর দু'টি চিহ্নে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। তা হচ্ছেঃ ـً ـٰ

অপর দু'টি হচ্ছে জঝম তাশদীদ ـّـ ـْـ

* জঝম হলে জঝমই পড়তে হয়। * তাশদীদ হলে দেড় হরকত পরিমাণ দেরি করে পড়তে হয়।

عَارِضٌ আ'রিদ্বী সাকিনের পরিচয়:

ওয়াক্ফ বা বিরতির কারণে যে সাকিন হয় উহাকে আ'রিদ্বী সাকিন বলে। যেমন: نَسْتَعِيْنُ ○ কে ওয়াক্ফ করলে نَسْتَعِيْنْ ○ পড়তে হয়।

ওয়াক্‌ফের হরফে/আয়াতের শেষ হরফে কোথায় কি পড়তে হবে নিম্নে তা দেয়া হলো

* এক যবর, এক যের, এক পেশ, দুই যের, দুই পেশ, খাড়া যের, উল্টা পেশ হলে ওয়াক্‌ফের হরফে/আয়াতের শেষ হরফে জঝম দিয়ে পড়তে হবে। যেমনঃ

ـَ এক যবর হলে ـْ	اِنَّـآ اَعْـطَيْـنٰـكَ الْـكَـوْثَـرَ ۝
ـِ এক যের হলে ـْ	لَـكُـمْ دِيْـنُـكُـمْ وَلِـىَ دِيْـنِ ۝
ـُ এক পেশ হলে ـْ	اِذَا جَـآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝
ـٍ দুই যের হলে ـْ	لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝
ـٌ দুই পেশ হলে ـْ	اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۝
ـٖ খাড়া যের হলে ـْ	وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ۝
ـٗ উল্টা পেশ হলে ـْ	اَلَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۝

আয়াতের শেষে জঝম ব্যবহারের কারণে ক্বলক্বলার হরফ হলে ক্বলক্বলাহ করে পড়তে হবে। যেমনঃ

قْ	خَلَقْ	مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝
طْ	مُّحِيْطْ	وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ۝
بْ	وَقَبْ	وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝
جْ	الْبُرُوْجْ	وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۝
دْ	حَسَدْ	وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝

সহীহ্ তা'লীমুল কুরআন ফাউন্ডেশন

আয়াতের শেষে জঝম ব্যবহারের কারণে মাদ্দ এর হরফ হলে এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হবে।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۝ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوْ ۝ قُلْ اُوْحِيَ ۝ قُلْ اُوْحِيْ ۝

ওয়াক্‌ফ করার সময় যবর/যেরের বাম পাশে খালি ى থাকলে এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হবে।

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ۝ لَا يَصْلٰهَآ اِلَّا الْاَشْقَى ۝

وَ يَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ۝ هٰرُوْنَ اَخِى ۝ সূরা ত্বহা-৩০

পেশের বাম পাশে খালি و থাকলে ওয়াক্‌ফ করার সময় এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হবে।

قُلِ ادْعُوا ۝ وَلَا تَقْتُلُوا ۝

আনা শব্দ ও আলিফে ঝা-ইদাতে ওয়াক্‌ফ করলে এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হবে।

اَنَا ۝ اَنْ تَبُوْءَا ۝ لِنَبْلُوَا ۝ لِيَرْبُوَا ۝

ওয়াক্‌ফ করার সময় আয়াতের শেষ হরফে তাশদীদ থাকলে, উচ্চারণে দেড় হরকত পরিমাণ সময় লাগবে।

اِنْسٌ وَّ لَا جَآنٌّ ۝ اَلَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى ۝

لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝ قَالَ فَالْحَقُّ ۝ عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ۝

ওয়াক্‌ফ করার সময় আয়াতের শেষ হরফে জঝম থাকলে, জঝম-ই পড়তে হবে।

وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝

ওয়াক্‌ফ করার সময় আয়াতের শেষ হরফে ً থাকলে এক যবর বাদ দিয়ে এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হবে।

وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ○ وَّ جَنّٰتٍ اَلْفَافًا ○

* ৩০ নম্বর পারায় 'সূরা নাবা ও নাযিয়াত' এর অনেক আয়াতেই এ মাদ্দ রয়েছে।

গোল তায়ে ةً দুই যবর হলে ওয়াক্‌ফ করার সময় মাদ্দ হবেনা ْهْ হা সাকিন পড়তে হবে।

تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ○ لَا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ○

ওয়াক্‌ফ করার সময় আয়াতের শেষ হরফে মাদ্দ এর হরফ থাকলে এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হবে।

اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا ○ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ○ اَنْ اَسْلَمُوْا ○

* ৩০ নম্বর পারায় সূরা আশ-শামসি এর পনেরটি আয়াতের শেষে পনেরটি মাদ্দ এর হরফ রয়েছে।

ওয়াক্‌ফ করার সময় আয়াতের শেষ হরফে ٰ থাকলে এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হবে।

فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ○ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ○ وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى ○

* ওয়াক্‌ফের সাথে খালি ى পড়তে হবেনা। ৩০ নম্বর পারায় 'সূরা আ'লা ও লাইল' এর অনেক আয়াতেই এ মাদ্দটি পাওয়া যাবে।

গোল তায়ে ةٌ ওয়াক্‌ফ করলে কোন নিয়মই চলবেনা। কুরআন মাজীদ এ ব্যবহৃত ১১টি চিহ্ন থেকে যে কোন চিহ্ন বসলেই তাকে হা ْهْ সাকিন পড়তে হয়। যেমনঃ

بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ ○ بِاَيْدِىْ سَفَرَهْ ○

كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ○ كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَهْ ○

ইমালাহ্‌

এই শব্দের 'র' এর খাড়া 'যের' বাংলা (এ-ে) একারের মতো পড়তে হবে। এটাকে ইমালাহ্ বলে।

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا সূরা হুদ এর ৪১ নং আয়াত

(মাজরিহা এর পরিবর্তে মাজরেহা পড়তে হবে)

قُطْنٌ নুনে কুত্বনী

* নুনে কুত্বনী: শব্দের শেষ হরফে তানউয়ীন আর দ্বিতীয় শব্দের শুরুতে জঝম অথবা তাশদীদ থাকলে পূর্বের এবং পরের দুই শব্দকে মিলিয়ে পড়ার সময় দুই যবরের জায়গায় এক যবর, দুই যেরের জায়গায় এক যের, দুই পেশের জায়গায় এক পেশ পড়তে হয় এবং দুই শব্দের মাঝে একটি ছোট নূন نِ বসিয়ে নিচে যের দিয়ে পরের শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়তে হয়। ওয়াক্‌ফ করলে নূনে কুতনী পড়তে হয় না।

যেমন: (সূরা-ইখলাসের এ আয়াত ২টি মিলিয়ে পড়লে)

ওয়াক্‌ফ করে পড়লে	মিলিয়ে পড়লে
قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢	قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ ۝١ نِ اللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢

(সূরা-হুমাঝার এ আয়াত ২টি মিলিয়ে পড়লে)

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۝ نِ الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۝

اَلْعَلِيُّ শব্দটি কোথায় কি ভাবে পড়তে হবে

আয়াতুল কুরসী এর শেষে হবে	اَلْعَظِيْمُ ● (মহান)	اَلْعَلِيُّ (মর্যাদাবান)	هُوَ (তিনি)	وَ (আর)
তিলাওয়াত এর শেষে হবে	اَلْعَظِيْمُ ● (মহান)	اَلْعَلِيُّ (মর্যাদাবান)	اللّٰهُ (আল্লাহ)	صَدَقَ (সত্য বলেছেন)
আসতাগফিরুল্লাহ এর শেষে হবে	اَلْعَظِيْمِ ● (মহান)	اَلْعَلِيِّ (মর্যাদাবান)	بِاللّٰهِ (আল্লাহ)	اِلَّا (ব্যতীত)

اَلْحُرُوْفُ الْمُقَطَّعَاتُ-হুরুফে মুক্বাত্বয়াত

পবিত্র কুরআন মাজীদ এ মোট ১১৪ টি সূরা রয়েছে, এর মধ্যে ২৯ টি সূরার শুরুতে হুরুফে মুক্বাত্বয়াত রয়েছে। যার অর্থ আল্লাহ্ ও আল্লাহর রসূল ছাড়া কেউ জানতে পারে নি। এগুলোর মাহাত্ম্য আল্লাহ তা'য়ালাই ভাল জানেন। এগুলো তিলাওয়াত করার বিশেষ নিয়ম রয়েছে। এ হরফ গুলো তিলাওয়াত করতে হলে প্রতিটি হরফের আরবী বানান জানা থাকতে হবে। কারণ বেশ কিছু মুক্বাত্বয়াতের তাজউয়ীদ এর কায়দা অনুযায়ী, মাদ্দ, গুন্নাহ্সহকারে তিলাওয়াত করতে হয়। বিস্তারিত উস্তাদগণের নিকট থেকে জেনে নিতে হবে।

ক্রমিক	সূরার নাম	মুক্বাত্বয়াত
১	সূরা বাক্বারা	الٓمّٓ
২	সূরা ইমরান	الٓمّٓ
৩	সূরা আ'রাফ	الٓمّٓصٓ
৪	সূরা ইউনূস	الٓرٰ
৫	সূরা হুদ	الٓرٰ
৬	সূরা ইউসুফ	الٓرٰ
৭	সূরা রা'দ	الٓمّٓرٰ
৮	সূরা ইব্রাহীম	الٓرٰ
৯	সূরা হিজর	الٓرٰ
১০	সূরা মারইয়াম	كٓهٰيٰعٓصٓ (মোটা গুন্নাহ)
১১	সূরা ত্বহা	طٰهٰ
১২	সূরা শুয়া'রা	طٰسٓمّٓ

ক্রমিক	সূরার নাম	মুক্বাত্বয়াত
১৩	সূরা নাম্ল	طٰسٓ
১৪	সূর কাসাস	طٰسٓمٓ
১৫	সূরা আংকাবুত	الٓمٓ
১৬	সূরা রূম	الٓمٓ
১৭	সূরা লোকমান	الٓمٓ
১৮	সূরা সাজ্দাহ্	الٓمٓ
১৯	সূরা ইয়াসীন	يٰسٓ
২০	সূরা সদ	صٓ
২১	সূরা মু'মিন	حٰمٓ
২২	সূরা হা মীম সাজ্দাহ্	حٰمٓ
২৩	সূরা শুরা	حٰمٓ - عٓسٓقٓ মোটা গুন্নাহ্ - গুন্নাহ্
২৪	সূরা যুখরুফ	حٰمٓ
২৫	সূরা দুখান	حٰمٓ
২৬	সূরা জাছিয়াহ	حٰمٓ
২৭	সূরা আহ্ক্বাফ	حٰمٓ
২৮	সূরা ক্বাফ	قٓ
২৯	সূরা ক্বলাম	نٓ

কুরআন মাজীদ এ মোট ১৪ টি সাজদাহ্ রয়েছে

কুরআন মাজীদ এ **১৪টি** আয়াত আছে, যেগুলো তিলাওয়াত করলে সাজদাহ্ দিতে হয়। যারা তিলাওয়াত শুনবে তাদেরকেও সাজদাহ্ দিতে হবে। এক বৈঠকে একটি সাজদার আয়াত বার বার তিলাওয়াত করলে তিলাওয়াত শেষে একটি সাজদাহ্ দিলেই চলবে। (বিস্তারিত উস্তাদের নিকট থেকে শিখে নিন)

[সাজদাহ্ আদায় করা ওয়াজিব]

ক্রঃনং	সূরার নাম	পারা নং	আয়াত নম্বর
১	সূরা আ'রাফ	৯	শেষ আয়াত-১৬০
২	সূরা রা'দ	১৩	আয়াত-১৫
৩	সূরা নাহল্	১৪	আয়াত-৫০
৪	সূরা বানী ইসরাঈল	১৫	আয়াত-১০৯
৫	সূরা মারইয়াম	১৬	আয়াত-৫৮
৬	সূরা হাজ্জ	১৭	আয়াত-১৮
৭	সূরা ফুরক্বান	১৯	আয়াত-৬০
৮	সূরা নাম্ল	১৯	আয়াত-২৫
৯	সূরা সাজ্দাহ্	২১	আয়াত-১৫
১০	সূরা সদ্	২৩	আয়াত-২৪
১১	সূরা হা মীম সাজদাহ্	২৪	আয়াত-৩৭
১২	সূরা আন নাজ্ম	২৭	আয়াত-৬২
১৩	সূরা ইংশিক্বাক্ব	৩০	আয়াত-২১
১৪	সূরা আ'লাক্ব	৩০	আয়াত-১৯

كَلِمَةٌ - কালিমাহ সমূহ

كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ - কালিমাহ ত্বইয়্যিবাহ (অর্থঃ পবিত্র বাক্য)

অর্থ ঃ নেই কোন উপাস্য (ইবাদাতের উপযুক্ত) আল্লাহ ছাড়া, মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল।

كَلِمَةٌ شَهَادَةٌ - কালিমাহ শাহাদাৎ (অর্থঃ সাক্ষ্য দানের বাক্য)

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা ও রসূল।

كَلِمَةٌ تَوْحِيْدٌ কালিমা তাওহীদ **অর্থঃ** সম্মানিত বাক্য

হে আল্লাহ্! তুমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তুমি একক, তোমার কোন দ্বিতীয় স্বত্বা নেই,

মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল। ধর্মভীরুদের ইমাম, তিনি জগতসমূহের প্রতিপালকের মহান দূত।

كَلِمَةُ تَمْجِيْدٌ কালিমাহ তামজীদ (অর্থঃ সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি ব্যতীত কেউ উপাস্য নেই, তুমি জ্যোতির্ময়। তুমি যাকে ইচ্ছা আপন জ্যোতিঃ প্রদর্শন কর। মুহাম্মাদ(সাঃ) প্রেরিত নাবীগণের ইমাম এবং শেষ নাবী।

اِيْمَانٌ مُجْمَلٌ ঈমানি মুজমাল (অর্থঃ সংক্ষিপ্ত ঈমান)

আমি ঈমান আনলাম উপর আল্লাহ যেমন তিনি সাথে নামের তাঁর এবং তাঁর গুণাবলী

এবং মেনে নিলাম যাবতীয় আদেশ তাঁর এবং তাঁর বিধি-বিধান

আমি আল্লাহ তায়ালার প্রতি তাঁর সমুদয় নামের সাথে ও তাঁর যাবতীয় গুণাবলীর সাথে ঈমান আনলাম। আর তাঁর যাবতীয় আদেশ ও বিধি-বিধান মেনে নিলাম।

اِيْمَانٌ مُفَصَّلٌ ঈমানি মুফাচ্ছল্ (অর্থঃ বিস্তারিত বিশ্বাস)

এবং তাঁর কিতাব সমূহের (উপর) এবং তাঁর ফেরেশতাগণের (উপর) এবং আল্লাহর উপর আমি ঈমান আনলাম

তার মন্দের (উপর) এবং তার ভাল তাকদীর এবং কিয়ামাতের দিনের (উপর) এবং তাঁর রসূলগণের (উপর)

মাউতের (মৃত্যুর) পরে পুনরুত্থানের (উপর) এবং সর্ব উচ্চ আল্লাহ হতে

অর্থ ঃ আমি ঈমান আনলাম আল্লাহর উপর এবং তাঁর ফেরেস্তাদের উপর এবং তাঁর কিতাব সমূহের উপর এবং তাঁর রসূলগণের উপর এবং ক্বিয়ামাতের দিনের উপর এবং তাকদীরের ভাল-মন্দ (কর্মফল) সর্বোচ্চ আল্লাহর পক্ষ থেকে (হয়) তার উপর এবং মত্যুর পরে পুনরুত্থানের উপর।

হাদীস শারীফ

اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ.

লজ্জা ঈমানের অঙ্গ
(বায়হাক্বী)

أَذَانٌ - إِقَامَتٌ - جَوَابٌ আযান, ইক্বামাত ও জাওয়াব

জাওয়াব		আযান
اَللّٰهُ اَكْبَرُ সবচেয়ে বড় আল্লাহ্	চার বার	اَللّٰهُ اَكْبَرُ সবচেয়ে বড় আল্লাহ্
اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নেই যে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি	দুই বার	اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নেই যে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি
اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ (সাঃ) যে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি	দুই বার	اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ (সাঃ) যে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি
لَاحَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত কোন শক্তি নেই এবং কোন ক্ষমতা নেই	দুই বার	حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ নামাজের দিকে (উপরে) আসুন
لَاحَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত শক্তি নেই এবং কোন ক্ষমতা নেই	দুই বার	حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ কল্যাণের দিকে (উপরে) আসুন
صَدَقْتَ وَ بَرَرْتَ আপনি নেক কাজ করেছেন এবং আপনি সত্য বলেছেন	ফজরের সময় দুই বার	اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ ঘুম হতে উত্তম নামাজ
اَقَامَهَا اللّٰهُ وَ اَدَامَهَا উহা স্থায়ী করেছেন এবং আল্লাহ উহা দাড় করিয়েছেন	ইক্বামাত এর সময় দুই বার	قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ নামাজ দাঁড়িয়েছে এ মুহূর্তে/নিশ্চয়ই
اَللّٰهُ اَكْبَرُ সবচেয়ে বড় আল্লাহ্	দুই বার	اَللّٰهُ اَكْبَرُ সবচেয়ে বড় আল্লাহ্
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নেই	এক বার	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নেই

অর্থ ঃ ১. আল্লাহ অতি মহান। (আল্লাহ অতি বড়)। ২. আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। ৩. আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ), আল্লাহর রসূল। ৪. নামাজের (সলাতের) দিকে আসুন। (জাওয়াব) নেই কোন আশ্রয়স্থল, নেই কোন শক্তি, আল্লাহ ছাড়া। ৫. কল্যাণের দিকে আসুন (জাওয়াব) নেই কোন কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি, আল্লাহ ছাড়া। ৬. ঘুম হতে নামাজ উত্তম। (জাওয়াব) আপনি সত্য বলেছেন এবং আপনি নেক কাজ করেছেন। ৭. এ মূহুর্তে নামাজ (সলাত) দাঁড়িয়েছে। (জাওয়াব) আল্লাহ উহা দাঁড় করিয়েছেন এবং উহা স্থায়ী করেছেন। ৮. আল্লাহ অতি মহান। (আল্লাহ অতি বড়)। ৯. আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই।

لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ "আযান এবং ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ে দু'য়া ফিরিয়ে দেয়া হয় না।" (আবূ দাউদ, তিরমিযী)

আযানের দুয়া

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّآمَّةِ

হে আল্লাহ (আপনিই) মালিক এই আহ্বান পরিপূর্ণ

وَ الصَّلٰوةِ الْقَآئِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَا ن الْوَسِيْلَةَ

এবং নামাজ প্রতিষ্ঠিত দান করুন মুহাম্মাদ (সাঃ) কে অনুগ্রহ (মাধ্যম)

وَ الْفَضِيْلَةَ وَ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَا نِ

এবং মর্যাদা এবং তাঁকে পৌছে দিন সর্ব উচ্চ স্থানে প্রশংসিত

الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

যার তাঁকে ওয়াদা দিয়েছেন আপনি নিশ্চয়ই না খেলাপ করেন ওয়াদা

অর্থ ঃ হে **মহান** আল্লাহ, এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং এই **প্রতিষ্ঠিত** নামাজের (সলাত এর) আপনিই মালিক। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে অনুগ্রহ করুন এবং তাঁকে দান করুন, পরিপূর্ণ মর্যাদা এবং তাঁকে অধিষ্ঠিত করুন সর্ব উচ্চ প্রশংসিত স্থানে, যার ওয়াদা আপনি তাঁকে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।

নামাজের শুরুতে তাকবীর তাহ্‌রিমা (অর্থঃ নিষিদ্ধ বা হারাম)

اَللّٰهُ اَكْبَرُ

আল্লাহ্‌ সবচেয়ে বড়

অর্থ ঃ আল্লাহ অতি মহান (আল্লাহ অতি বড়)।

ছানা (অর্থঃ প্রশংসা)

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى

পবিত্রতা ঘোষণা করছি আমরা আপনার আল্লাহ হে এবং সাথে প্রশংসা আপনার এবং বরকতময়/প্রাচুর্যময় নাম আপনার এবং সর্ব উচ্চ

جَدُّكَ وَ لَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ ۝

মহিমা আপনার এবং কোন নেই উপাস্য ব্যতীত আপনি

অর্থ ঃ হে আল্লাহ আপনার প্রশংসা এবং সেই সাথে পবিত্রতা, ঘোষণা করছি। আপনার নাম বরকতময়, আপনার মহিমা (মহানুভবতা) সর্ব উচ্চ, আপনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই।

সূরাতুল ফাতিহা (অর্থঃ সূচনা)

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ .

আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি | আল্লাহর কাছে | হতে | শয়তান | বিতাড়িত

অর্থ ঃ বিতাড়িত শয়তান হতে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করছি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

নামের সাথে(শুরু করছি) | আল্লাহর | অসীম দয়ালু | পরম করুণাময়

অর্থ ঃ পরম করুণাময় অসীম দয়ালু, আল্লাহর নামে শুরু করছি।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ

প্রশংসা যাবতীয় | আল্লাহর জন্যে | প্রতিপালক | জগৎ সমূহের | অসীম দয়ালু

الرَّحِيْمِ ۝٢ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣ اِيَّاكَ نَعْبُدُ

পরম করুণাময় | মালিক | দিবসের | বিচার | আপনারই | আমরা ইবাদাত করি

وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ

এবং | আপনারই কাছে | আমরা সাহায্য চাই | আপনি দেখান আমাদেরকে | পথ

الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝٦

সরল/সঠিক | (ঐসব লোকের) পথ | যাদেরকে | আপনি নিয়ামত দান করেছেন | (পথের) উপর | তাদের

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧

ব্যতীত/ছাড়া | গজব প্রাপ্ত | উপর | যাদের | এবং | না | পথ ভ্রষ্টদের

অর্থ ঃ ১) যাবতীয় প্রশংসা বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যে। ২) যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু। ৩) বিচার দিনের মালিক। ৪) আমরা আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনার কাছেই সাহায্য চাই। ৫) আমাদেরকে সরল-সঠিক পথ দেখান। ৬) ঐসব লোকের পথ, যাদেরকে আপনি নিয়ামত দান করেছেন। ৭) ঐসব লোকের পথ নয়, যারা গজবপ্রাপ্ত এবং যারা পথভ্রষ্ট।

সূরাতুল ফীল (অর্থ: হাতী) بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

অর্থ ঃ ১) আপনি কি দেখেন নি! আপনার রব, হাতী ওয়ালাদের সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন? ২) তিনি কি তাদের চক্রান্তকে ব্যর্থ (ভ্রষ্ট) করে দেন নি? ৩) তাদের উপর ঝাঁকেঝাঁকে পাখি পাঠিয়েছেন। ৪) যারা তাদের উপর সিজ্জিল (নামক স্থান) হতে পাথরের কংকর নিক্ষেপ করেছিল। ৫) অতঃপর তাদেরকে চিবানো ঘাসের মত করে দিয়েছিলেন।

সূরাতুল কুরাঈশ (অর্থ: কুরাঈশগণ) بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

অর্থ ঃ ১) যেহেতু কুরাঈশগণ অভ্যস্থ হয়েছে। ২) অর্থাৎ শীত ও গ্রীষ্মকালে বিদেশ যাত্রায় অভ্যস্থ। ৩) কাজেই তাদের উচিৎ এই ঘরের (কাবার) প্রতিপালকের ইবাদাত করা। ৪) যিনি তাদের ক্ষুধা থেকে রক্ষা করেছেন। ৫) এবং ভয় ভীতি থেকে তাদের নিরাপত্তা দিয়েছেন।

সূরাতুল মাউন (অর্থ: প্রয়োজনীয় জিনিস) بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ـ

অর্থ ঃ ১) আপনি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছেন, যে ব্যক্তি বিচারের দিনকে (প্রতিফল দিবসকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করে? ২) এতো সেই ব্যক্তি যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দেয়। ৩) এবং দরিদ্রদেরকে খাদ্য দানের ব্যাপারে উৎসাহিত করে না। ৪) (এতএব) ঐ সব নামাজীদের ধ্বংস। ৫) যারা নামাজের ব্যাপারে উদাসীন। ৬) যারা লোক দেখানোর কাজ করে। ৭) আর সাধারণ প্রয়োজনের জিনিস, মানুষকে দিতে নিষেধ করে থাকে।

সূরাতুল কাউছার (অর্থ: নহর)। بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ـ

অর্থ ঃ ১) (হে নাবী) আমি আপনাকে 'কাওসার' দান করেছি। ২) অতএব, আপনি আপনার রবের জন্যে নামাজ (সলাত) পড়ুন এবং কুরবানী করুন। ৩) নিশ্চয়ই আপনার শত্রুই, শিকড়-কাটা নির্মূল।

তোমরা ইবাদাত কর যার আমি ইবাদাত করি না কাফিররা হে বলুন

وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٣ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ

ইবাদাতকারী আমি না এবং আমি ইবাদাত করি যার ইবাদাতকারী তোমরা না এবং

مَّا عَبَدْتُّمْ ۝٤ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٥

আমি ইবাদাত করি যার ইবাদাতকারী তোমরা না আর তোমরা ইবাদাত কর যা

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝٦

ধর্ম (দ্বীন) আমার জন্যে এবং তোমাদের ধর্ম (দ্বীন) তোমাদের জন্যে

অর্থ ঃ ১) (হে নাবী) বলুন, হে কাফিররা ২) আমি তার ইবাদাত করি না, যার ইবাদাত তোমরা কর। ৩) আর তোমরা তার ইবাদাত কর না, যার ইবাদাত আমি করি। ৪) আমি ইবাদাত কারী নই, তোমরা যার ইবাদাত কর। ৫) তোমরা ইবাদাত কর না, যার ইবাদাত আমি করি। ৬) তোমাদের ধর্ম, তোমাদের জন্যে, আমার ধর্ম আমার জন্যে।

সূরাতুল নাছর (অর্থঃ সাহায্য) . بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝١ وَرَاَيْتَ النَّاسَ

মানুষদেরকে আপনি দেখবেন এবং বিজয় (তখন হয়) এবং আল্লাহর সাহায্য আসবে যখন

يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۝٢ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ

প্রশংসার সাথে আপনি তাসবীহ পাঠ করবেন অতঃপর দলে দলে আল্লাহর ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করবে

رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝٣

তাওবা গ্রহণকারী হলেন তিনি নিশ্চয়ই তাঁর (নিকট) ক্ষমা চান এবং আপনার রবের

অর্থ ঃ ১) যখন আল্লাহর সাহায্য আসবে, (এবং) তখন বিজয় লাভ হবে। ২) আর আপনি দেখতে পাবেন, দলে দলে মানুষ আল্লাহর ধর্মে প্রবেশ করছে। ৩) তখন আপনি আপনার রবের প্রশংসার সাথে তাসবীহ পাঠ করবেন, এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। নিঃসন্দেহে তিনি তাওবা গ্রহণকারী।

সূরাতুল লাহাব (অর্থঃ জলন্ত অঙ্গার) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔

অর্থ ঃ ১) ধ্বংস হোক আবি লাহাবের দুটি হাত এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক। ২) সে যে সব ধন-সম্পদ অর্জন করেছে, তা তার কোন কাজে আসবে না। ৩) অচিরেই শিখা যুক্ত আগুনে সে প্রবেশ করবে। ৪) এবং তার স্ত্রীও জ্বালানী কাঠ বহনকারিণী (কুটনীবুড়ী)। ৫) তার গলায় শক্ত পাকানো রশি বাঁধা থাকবে।

সূরাতুল ইখ্‌লাছ্ (অর্থঃ একত্ব) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔

অর্থ ঃ ১) (হে নাবী) আপনি বলুন তিনি আল্লাহ এক। ২) আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন্। ৩) কখনও তিনি জন্ম দেন নি এবং তিনি কখনও জন্ম নেন নি। ৪) এবং কখনও কেহই তাঁর সমকক্ষ নয়।

সূরা ইখলাস এর ফযিলতঃ

হযরত আবু হোরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, একবার রসূল (সা.) বললেন, তোমরা সবাই একত্রিত হয়ে যাও। আমি তোমাদেরকে কুরআনের তিনভাগের একভাগ শুনাব। অতঃপর যাদের পক্ষে সম্ভব ছিল তারা একত্রিত হয়ে গেল, তখন রসূল (সা.) আগমন করলেন এবং সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করে শুনালেন। তিনি আরও বললেন, এ সূরাটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান। (মুসলিম ও তিরমিজী)

অর্থ ঃ ১) (হে নাবী) আপনি বলুন, আমি সকাল বেলার স্রষ্টার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করছি। ২) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে। ৩) অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট হতে, যখন তা আচ্ছন্ন করে। ৪) এবং গিরায় ফুঁক দানকারিণী নারীদের অনিষ্ট হতে। ৫) এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিংসা করে।

সূরাতুন নাস (অর্থঃ মানুষ) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অর্থ ঃ ১) (হে নাবী) আপনি বলুন, আমি মানুষের পালন কর্তার কাছে, আশ্রয় গ্রহণ করছি ২) মানুষের মালিকের নিকট ৩) মানুষের উপাস্যের নিকট ৪) আত্মগোপনকারী শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে ৫) যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা প্রদান করে ৬) জ্বিন এবং মানুষ জাতির মধ্য থেকে।

রুকু সাজদার তাস্‌বীহ্

রুকুতে বিলম্ব করা ওয়াজিব, তাস্‌বীহ্ পাঠ করা সুন্নাত, ৩/৫/৭বার পড়া যাবে।

অর্থ ঃ আমার সুমহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

রুকু থেকে দাড়াবার সময় এ তাসবীহ্ পড়া সুন্নাত, সোজা হয়ে খাড়া হওয়া ও বিলম্ব করা ওয়াজিব।

অর্থ ঃ আল্লাহ শুনেন, যিনি তাঁর প্রশংসা করেন।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ার তাহ্‌মীদ

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক, সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্যে। অধিক প্রশংসা পবিত্রতা বরকত (এই নামের) এর মধ্যে রয়েছে।

সাজদার তাসবীহ্

দুই সাজদাহ করা ফরজ, সাজদাতে বিলম্ব করা ওয়াজিব, এ তাসবীহ ৩/৫/৭ বার পড়া সুন্নাত।

অর্থ ঃ আমাদের সর্ব উচ্চ প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

দুই সাজদার মাঝে সোজা হয়ে বসা ও বিলম্ব করা ওয়াজিব এবং এ তাসবীহ্ পড়া সুন্নাত

অর্থ ঃ হে আল্লাহ আমাকে মাফ করুন, আমাকে অনুগ্রহ করুন, আমাকে হিদায়াত দান করুন, আমাকে রিজিক দান করুন, আমাকে সুস্থতা দান করুন।

তাশাহুদ (অর্থঃ সাক্ষ্যদান)

নামাযের মধ্য বৈঠক ও শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়া ওয়াজিব।

পবিত্রতা সমস্ত এবং ইবাদাত সমস্ত এবং আল্লাহর জন্য তাজ্বীম সমস্ত

তার বরকত এবং আল্লাহর রহমাত এবং নাবী হে আপনার উপর শান্তি সমস্ত

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ③

নেককার/সৎ আল্লাহর বান্দার উপর এবং আমাদের উপর শান্তি সমস্ত

যে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আরো আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই যে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি

مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ ④

তাঁর রসূল এবং তাঁর বান্দা মুহাম্মাদ (সাঃ)

অর্থ ঃ ১। সমস্ত তাজ্বীম, সমস্ত পবিত্রতা এবং সমস্ত ইবাদাত আল্লাহর জন্যে ২। হে নাবী সমস্ত শান্তি রহমাত ও বরকত আপনার উপর বর্ষিত হোক ৩। শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপর এবং সমস্ত নেককার বান্দাদের উপর ৪। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা ও রসূল।

নামাজের বৈঠকের সুন্নাৎ

(১) ডান পা খাড়া রেখে বাম পা বিছিয়ে বসা এবং আংগুল কিবলার দিকে রাখা।

(২) দুই হাত রানের উপরে রাখা।

(৩) তাশাহুদের ভেতরে اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুল ওঠানো এবং اِلَّا اللّٰهُ শুরুতে নামানো।

দরূদে ইব্রাহীম (নাবী ও নাবীর পরিবারের উপর দু'য়া)

অর্থ ঃ ১। হে আল্লাহ আপনি শান্তি বর্ষণ করুন মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গের উপর, যেমনিভাবে আপনি শান্তি বর্ষণ করেছেন, ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর পরিবারবর্গের উপর। ২। নিশ্চয়ই আপনি সম্মানিত প্রশংসিত। ৩। হে আল্লাহ আপনি বরকত দান করুন মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং তাঁর পরিবারবর্গের উপর, যেমনিভাবে আপনি বরকত দান করেছেন ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর পরিবারবর্গের উপর। ৪। নিশ্চয়ই আপনি সম্মানিত প্রশংসিত।

দু'য়া মাসূরা (অর্থঃ হাদীসের নিয়ম অনুসারে)

সহীহ্ তা'লীমুল কুরআন ফাউন্ডেশন

অর্থ ঃ ১। হে আল্লাহ নিশ্চয় আমি আমার নিজের উপর অনেক জুলুম করেছি। আপনি ছাড়া গুনাহ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। অতএব আপনিই আপনার পক্ষ থেকে আমাকে ক্ষমা করুন পরিপূর্ণ ক্ষমা। আমাকে দয়া করুন। ২। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়ালু।

দুয়া' কুনুৎ (অর্থঃ বিনয়ী হওয়া)

অর্থ ঃ ১। হে আল্লাহ নিশ্চয় আমরা, আপনার কাছে সাহায্য চাই এবং আপনার কাছে ক্ষমা চাই। আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার উপর ভরসা করি, আর আমরা আপনার উত্তম প্রশংসা করি ২। আমরা আপনার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, আপনার সাথে কুফরী করি না, (তাদের সাথে) সম্পর্ক রাখব না আমরা ত্যাগ করব, যারা আপনার নাফরমানী করে ৩। হে আল্লাহ আমরা আপনারই ইবাদাত করি, আপনার জন্যই নামাজ আদায় করি, আর আপনাকে সাজদা করি এবং আপনার দিকে দ্রুত ছুটে আসি ও আপনার দয়ার আশা করি এবং আপনার আযাবকে আমরা ভয় করি ৪। যদিও আপনার আযাব শুধু মাত্র কাফিরদের জন্যে নির্ধারিত।

সালাম (অর্থ: শান্তি)

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ •

আল্লাহর রহমাত এবং আপনার উপর শান্তি সমস্ত

অর্থ ঃ আপনাদের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

তাওবা (অর্থ: ফিরে আসা)

অর্থ ঃ ১। আমার রব আল্লাহর নিকট আমি ক্ষমা চাচ্ছি সমস্ত গুনাহ হতে এবং তাঁর কাছে তওবা করছি (ফিরে আসছি)। ২। অতি মহান মর্যাদাবান আল্লাহ ব্যতীত কোন শক্তি নেই, কোন আশ্রয় এর জায়গা নেই।

মুনাজাত (অর্থ: প্রার্থনা)

وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا

যেমন তাদেরকে (পিতা-মাতাকে) আপনি রহম করুন হে আমাদের রব জাহান্নামের আযাব (থেকে) আমাদেরকে বাঁচান

رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا ○ بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ○

অসীম দয়ালু করুণাময় হে আপনার রহমাতের সাথে ছোট বেলায় আমাকে লালন পালন করেছেন

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাচাঁন। হে আমাদের রব, রহম করুন আমাদের পিতা মাতাদের উপর, যেমন করে তারা আমাদেরকে ছোট বেলায় লালন পালন করেছিলেন। আপনার রহমাতের সাথে হে করুণাময় অসীম দয়ালু।

মৃত ব্যক্তির জানাযার দু'য়া সমূহ

কোন মুসলমান ব্যক্তির মৃত্যু হলে ঐ মহল্লার কিছু লোকজন উপস্থিত হয়ে আযান, ইকামাত, রুকু, সাজদাহ, বৈঠক বিহীন এক নামায আদায় করার নাম হলো জানাযা। নির্দিষ্ট নিয়মে চার তাকবিরের সাথে ইমামের পেছনে মুসাল্লিগণ তিন, পাঁচ, বা সাত কাতারে দাঁড়াবে। এ নামাজ ফরজে কিফায়া, নিয়ত করা ও দাঁড়িয়ে আদায় করা ফরজ। আদায়ের নিয়ম কোন দক্ষ উস্তায এর নিকট থেকে শিখে নিন।

নিয়ত করার পর প্রথম তাকবির বলার পর পড়তে হবে

অর্থ ঃ হে আল্লাহ আপনার প্রশংসা এবং সেই সাথে পবিত্রতা, ঘোষণা করছি। আপনার নাম বরকতময়, আপনার মহিমা (মহানুভবতা) সর্ব উচ্চ, আপনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই।

* দ্বিতীয় তাকবির বলার পর পড়তে হবে দরূদে ইবরাহীম *

তৃতীয় তাকবির বলার পর পড়তে হবে

অর্থ:-হে আল্লাহ,আমাদের মধ্য থেকে জীবিত মৃত উপস্থিত অনুপস্থিত ছোট বড় পুরুষ মহিলাদেরকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ আমাদের মধ্যে যাদেরকে জীবিত রাখবেন তাদেরকে ইসলামের উপর কায়েম রাখুন এবং যাদেরকে মৃত্যু দিবেন তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করুন।

মৃত ব্যক্তি যদি নাবালক ছেলে হয় তা হলে এ দু'য়া পড়তে হবে

মৃত ব্যক্তি যদি নাবালিকা মেয়ে হয় তা হলে এ দু'য়া পড়তে হবে

অর্থ:- হে আল্লাহ তাকে এ (শিশুকে) আমাদের জন্য অগ্রবর্তী করুন এবং আমাদের জন্য তাকে নেকি লাভের মাধ্যম এবং আখিরাতের সঞ্চয় বানিয়ে দিন এবং তাকে আমাদের জন্য সুপারিশকারী ও সুপারিশ গ্রহণকৃত বানিয়ে দিন

মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় এ দু'য়া পড়বে

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ○

অর্থ : আল্লাহর নামে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মিল্লাতের (তৃরিকার) উপর আমরা তাকে দাফন করছি।

কবরে মাটি দেয়ার সময় এ দু'য়া পড়বে

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

অর্থ : (মনে রেখ) সেই যমীন বা মাটি থেকেই আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি তাতেই আবার তোমাদের কে ফেরত পাঠাবো আর তা থেকেই দ্বিতীয়বার তোমাদের বের করে আনবো।

মৃত ব্যক্তির কবরের প্রশ্ন ও উত্তর

উত্তর	প্রশ্ন
رَبِّيَ اللّٰهُ ○ আমার রব আল্লাহ	مَنْ رَّبُّكَ আপনার রব কে?
دِيْنِيَ الْاِسْلَامُ ○ আমার ধর্ম ইসলাম।	وَمَا دِيْنُكَ আপনার ধর্ম কি?
نَبِيِّيْ مُحَمَّدٌ ○ (ص) আমার নাবী মুহাম্মাদ (সাঃ)	وَمَنْ نَّبِيُّكَ আপনার নাবী কে?

যানবাহনে উঠে এই দু'য়া পড়বে

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ

مُقْرِنِيْنَ ○ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ○

অর্থ : পবিত্রতা ঘোষণা করছি সেই সত্তার, যিনি এই যানবাহনকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে এনে দিয়েছেন। অন্যথায় আমরা একে আয়ত্বে আনতে সক্ষম ছিলাম না। আর আমরা সবাই তাঁর দিকে ফিরে যেতে বাধ্য। (সূরা- যুখরুফ, আয়াত-১৩)

ঋণ থেকে মুক্তির দু'য়া

ঋণ গ্রস্ত ব্যক্তিগণ বেশি বেশি এ দু'য়া পাঠ করুন, আল্লাহ তা'য়ালার মেহেরবানীতে সকল প্রকার ঋণ পরিশোধ হয়ে যাবে। ইংশাআল্লাহ

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ

وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَنْ مَّنْ سِوَاكَ •

হে আল্লাহ! আপনি হারাম ছাড়া হালালকেই আমার জন্য যথেষ্ট করে দিন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা আপনি ছাড়া বাকী সবকিছু থেকে আমার অভাব মুক্ত করে দিন।

বিপদাপদ হতে রক্ষার দু'য়া

যে ব্যক্তি সকাল বিকাল নিম্নের দু'য়া তিন বার পড়বে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সব রকমের বিপদ হতে রক্ষা করবেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ

فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ •

অর্থ : আল্লাহর নামে আরম্ভ করলাম, যাঁর নামের গুণে কোনো কিছু আসমান কিংবা যমীনে কারো ক্ষতি করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

বুখারী শরীফের সর্বশেষ হাদীস

দু'টি কালিমা মহান আল্লাহ তা'য়ালার নিকট খুবই প্রিয়, কিন্তু পড়তে খুব সহজ, আর মীযানের পাল্লায় খুব ভারি।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ ◦

আমরা আল্লাহ তায়া'লার প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, মহান আল্লাহ অতীব পবিত্র।

আয়াতুল কুরসির ফযিলত (সূরা বাক্বারাহ ২৫৫নম্বর আয়াত)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, যখন আপনি বিছানায় শুতে যাবেন তখন 'আয়াতুল কুরসি'র প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করবেন। তাহলে আপনি সে রাতে এক মূহুর্তের জন্যও আল্লাহর হিফাযতের বহির্ভূত হবেন না। আর সকাল পর্যন্ত শয়তানও আপনার নিকটবর্তী হতে পারবে না। উপরোক্ত সে রাতে যা কিছু হবে, সবই কল্যাণকর হবে।

রসূলে আকরাম (সা.) বলেছেন, সূরা বাক্বারার মধ্যে এমন একটি আয়াত আছে, যে আয়াতটি পুরো কুরআন মাজীদের নেতা স্বরূপ। এ আয়াতটি তিলাওয়াত করে ঘরে প্রবেশ করলে শয়তান বের হয়ে যায়। তা হলো 'আয়াতুল কুরসি'।

আবু উমামা (রা.) বলেন রসূলে আকরাম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর 'আয়াতুল কুরসি' তিলাওয়াত করবে, তাকে মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু জান্নাতে যেতে বাধা দেয় না। সূত্র: তাফসিরে ইবনে কাছির।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ

وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ

مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ

مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ

مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ

وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ○

আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সুপ্রতিষ্ঠিত ধারক। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। তাঁর জন্যই আসমানসমূহে যা রয়েছে তা এবং যমীনে যা আছে তা। কে সে, যে তাঁর নিকট সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ছাড়া? তিনি জানেন যা আছে তাদের সামনে এবং যা আছে তাদের পেছনে। আর তারা তাঁর জ্ঞানের সামান্য পরিমাণও আয়ত্ব করতে পারে না, তবে তিনি যা চান তা ছাড়া। তাঁর কুরসী আসমানসমূহ ও যমীন পরিব্যাপ্ত করে আছে এবং এ দু'টোর সংরক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনি সুউচ্চ, মহান।

সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত এর ফযিলত

* রসূল (সা:) বলেছেন, কেউ যদি রাতে এ দু'টি আয়াত তিলাওয়াত করে তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।
* যে ব্যক্তি, এশার নামাযের পর এ দু'টি আয়াত তিলাওয়াত করল, তার জন্য তাহাজ্জুদ আদায়ের সমান হল।
* যে বাড়ীতে তিন রাত পর্যন্ত এ আয়াত দু'টি তিলাওয়াত করা হবে, শয়তান সে বাড়ীর নিকটেও যেতে পারবেনা।

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ

كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ

اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۟ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ○

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا

مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ

مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ

وَاعْفُ عَنَّا ۗ وَاغْفِرْ لَنَا ۗ وَارْحَمْنَا ۗ اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا

عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○

রসূল তাঁর নিকট তাঁর রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর ফিরিস্তাকুল, কিতাবসমূহ ও তাঁর রসূলগণের উপর, আমরা তাঁর রসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল।

আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। সে যা অর্জন করে তা তার জন্যই এবং সে যা কামাই করে তা তার উপরই বর্তাবে। হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই, অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব, আমাদের উপর বোঝা চাপিয়ে দেবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে - দিয়েছেন। হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না, যার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর আপনি আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আর আমাদের উপর দয়া করুন আপনি আমাদের অভিভাবক। অতএব আপনি কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।

সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াতের ফযিলত

রসূলে আকরাম (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে এবং বিকালে সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত তিলাওয়াত করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তার জন্য ৭০হাজার ফিরিস্তা নিযুক্ত করে দিবেন, তারা সকাল থেকে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত তিলাওয়াত কারীর জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট মাগফিরাত করতে থাকবে। এবং যে দিন এ আয়াত তিলাওয়াত করবে সেদিন ঐ ব্যক্তি মারা গেলে শহীদের মর্যদা লাভ করবে। তিরমিযি)

هُوَاللّٰهُ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاهُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ

هُوَالرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ○ هُوَاللّٰهُ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاهُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ

السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ

اللّٰهِ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ○ هُوَاللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ

الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰی ؕ یُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ

الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ○

(১) তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই; দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্ঞাতা; তিনিই পরম করুণাময়, দয়ালু।
(২) তিনিই আল্লাহ; যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, মহাপবিত্র, ত্রুটিমুক্ত, নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষক, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত, তারা যা শরীক করে তা হতে পবিত্র মহান।
(৩) তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবনকর্তা, আকৃতিদানকারী; তাঁর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ; আসমান ও যমীনে যা আছে সবই তার মহিমা ঘোষণা করে। তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

যে ব্যক্তি সকাল বিকাল এই দু'য়া পড়বে আল্লাহ তা'য়ালা তার সব রকমের চিন্তা ভাবনা দূর করবেন। এবং করজ আদায়ের পথ করে দিবেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْۤ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ

وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّیْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ •

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি সকল প্রকার দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী থেকে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি, কাপুরুষতা ও কৃপণতা থেকে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি এবং ঋণের বোঝা ও মানুষের অত্যাচার থেকে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি।

গুরত্বপূর্ণ কিছু বিষয়

আমাদের নাবীর পূর্বে যত নাবী রসূলগণ ছিলেন তাদের নাম নেওয়ার সাথে সাথে যে দু'য়াটি পড়ি তা হলোঃ عَلَيْهِ السَّلَامُ (অর্থ: তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বাংলায় ব্যবহার হয় (আঃ) যেমন: হযরত ইবরাহীম (আঃ)।

আমাদের প্রিয় নাবীর নাম مُحَمَّدٌ 'মুহাম্মাদ' নাবীর নাম উচ্চারণ করার সাথে সাথে আমরা যে দু'য়াটি পড়ি তা হলো صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (অর্থ: তাঁর উপর রহমাত ও শান্তি বর্ষিত হোক। বাংলায় ব্যবহার হয় (সাঃ) যেমন: হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)

প্রয়োজনীয় দুইটি শব্দ ও অর্থঃ حَضْرَتْ জনাব مُصْطَفَى নির্বাচিত

আমাদের প্রিয় নাবীর যতজন সাহাবী ছিলেন তাদের নাম নেওয়ার সাথে সাথে আমরা যে দু'য়াটি পড়ি তা হলো رَضِيَ اللهُ عَنْهُ/ عَنْهَا অর্থ: আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর উপর রাজী/সন্তুষ্ট হোন । বাংলায় ব্যবহার হয় (রাঃ)/(রা.) যেমনঃ হযরত আবু বকর (রাঃ) মহিলা সাহাবী হলে رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলতে হবে।

সাহাবী জিন্দেগীর সমাপ্তির পর থেকে আজ পর্যন্ত, যত অলি, আউলিয়া, বুজর্গানে দ্বীন, হক্কানী ওলামায়ে কিরাম এবং নেককার বান্দাগণ দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন, তাদের নাম নেওয়ার সাথে সাথে আমরা যে দু'য়াটি পড়ি তা হলো এই رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অর্থ: তাঁর উপর আল্লাহ তায়ালার রহমাত বর্ষিত হোক। বাংলায় ব্যবহার হয় (রহঃ)/(র.) যেমনঃ ইমাম বুখারী (রহঃ)

কোন অলি, আউলিয়া, বুজর্গানেদ্বীন, হক্কানী ওলামায়ে কিরাম এবং নেককার বান্দাদের নাম নেওয়ার সাথে সাথে আমরা যে দুয়াটি পড়ি তা হলো এই دَامَتْ بَرَكَاتُهُمْ অর্থঃ তাঁর সার্বিক কল্যাণ স্থায়ী হোক! এছাড়াও আরও বলি مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِى অর্থঃ তাঁর ছায়া দীর্ঘায়িত হোক! বাংলায় ব্যবহার হয় (দাঃবাঃ) (মাঃ) যেমনঃ আব্দুর রহমান আস সুদাইস (দাঃবাঃ) (মাঃ)

اَلْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى (মহান আল্লাহ্ ছুবহা'-নাহু ওয়া তা'য়ালার পবিত্র ও সুন্দরতম নামসমূহ)

ইমাম বোখারি ও মুসলিম, হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলে করীম (সা:) এরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলোকে আয়ত্ত করে নেবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(বোখারী ২৭৩৬, মুসলিম ২৬৭৭)

৩ اَلرَّحِيْمُ অতীব দয়ালু	২ اَلرَّحْمٰنُ পরম দয়াময়	১ اَللّٰهُ আল্লাহ্ তা'য়ালা
৬ اَلسَّلَامُ শান্তি দাতা	৫ اَلْقُدُّوْسُ অতীব পবিত্র	৪ اَلْمَلِكُ সকলের বাদশাহ্
৯ اَلْعَزِيْزُ মহা পরাক্রান্ত	৮ اَلْمُهَيْمِنُ রক্ষণাবেক্ষক	৭ اَلْمُؤْمِنُ নিরাপত্তা দানকারী
১২ اَلْخَالِقُ সকলের সৃষ্টিকর্তা	১১ اَلْمُتَكَبِّرُ অহংকারী	১০ اَلْجَبَّارُ মহা পরাক্রমশালী
১৫ اَلْغَفَّارُ বড়ই ক্ষমাশীল	১৪ اَلْمُصَوِّرُ আকৃতি দানকারী	১৩ اَلْبَارِئُ উদ্ভাবক

১৮ اَلرَّزَّاقُ সকলের রিযিকদাতা	১৭ اَلْوَهَّابُ মহান দাতা	১৬ اَلْقَهَّارُ বড়ই রাগান্বিত
২১ اَلْقَابِضُ সংকীর্ণকারী	২০ اَلْعَلِيْمُ সর্বজ্ঞ	১৯ اَلْفَتَّاحُ বিজয়দানকারী
২৪ اَلرَّافِعُ উচ্চকারী	২৩ اَلْخَافِضُ নিচুকারী	২২ اَلْبَاسِطُ প্রশস্তকারী
২৭ اَلسَّمِيْعُ সর্ব শ্রোতা	২৬ اَلْمُذِلُّ হীন কারী	২৫ اَلْمُعِزُّ সম্মান দাতা
৩০ اَلْعَدْلُ ন্যায় বিচারক	২৯ اَلْحَكَمُ শ্রেষ্ঠ মিমাংসাকারী	২৮ اَلْبَصِيْرُ সর্ব দ্রষ্টা
৩৩ اَلْحَلِيْمُ সহনশীল	৩২ اَلْخَبِيْرُ সর্বজ্ঞ	৩১ اَللَّطِيْفُ বড়ই মেহেরবান

৩৪	৩৫	৩৬
اَلْعَظِيْمُ মহিমান্বিত	اَلْغَفُوْرُ বড়ই ক্ষমাশীল	اَلشَّكُوْرُ গুণগ্রাহী
৩৭	৩৮	৩৯
اَلْعَلِىُّ সমুন্নত	اَلْكَبِيْرُ সকলের অপেক্ষা বড়	اَلْحَفِيْظُ রক্ষাকর্তা
৪০	৪১	৪২
اَلْمُقِيْتُ শক্তি দাতা	اَلْحَسِيْبُ হিসাব গ্রহণকারী	اَلْجَلِيْلُ অতীব বড়
৪৩	৪৪	৪৫
اَلْكَرِيْمُ অতীব করুণাময়	اَلرَّقِيْبُ অতীব নিকটবর্তী	اَلْمُجِيْبُ দু'য়া গ্রহণকারী
৪৬	৪৭	৪৮
اَلْوَاسِعُ প্রশস্ততা দানকারী	اَلْحَكِيْمُ প্রজ্ঞাময়	اَلْوَدُوْدُ দয়ার্দ্র, দয়ালু
৪৯	৫০	৫১
اَلْمَجِيْدُ গৌরবময়	اَلْبَاعِثُ প্রেরণকারী	اَلشَّهِيْدُ শ্রেষ্ঠ সাক্ষী

নং	আরবি	অর্থ
৫২	اَلْحَقُّ	চির সত্য
৫৩	اَلْوَكِيْلُ	কার্যনির্বাহী
৫৪	اَلْقَوِىُّ	অতীব শক্তিশালী
৫৫	اَلْمَتِيْنُ	অটল
৫৬	اَلْوَلِىُّ	অভিভাবক
৫৭	اَلْحَمِيْدُ	প্রশংসিত
৫৮	اَلْمُحْصِىْ	গণনাকারী
৫৯	اَلْمُبْدِئُ	আদি সৃষ্টিকারী
৬০	اَلْمُعِيْدُ	পুনঃ আনয়নকারী
৬১	اَلْمُحْيِىْ	জীবিতকারী
৬২	اَلْمُمِيْتُ	মৃত্যুদাতা
৬৩	اَلْحَىُّ	চিরঞ্জীব
৬৪	اَلْقَيُّوْمُ	চিরস্থায়ী
৬৫	اَلْوَاجِدُ	প্রাপক
৬৬	اَلْمَاجِدُ	মহা সম্মানিত
৬৭	اَلْوَاحِدُ	একক
৬৮	اَلْاَحَدُ	এক ও অদ্বিতীয়
৬৯	اَلصَّمَدُ	অমুখাপেক্ষী

৭২ اَلْمُقَدِّمُ অগ্রসরকারী	৭১ اَلْمُقْتَدِرُ ক্ষমতাবান	৭০ اَلْقَادِرُ সর্বশক্তিমান
৭৫ اَلْاٰخِرُ অনন্ত	৭৪ اَلْاَوَّلُ অনাদি	৭৩ اَلْمُؤَخِّرُ পশ্চাদকারী
৭৮ اَلْوَالِىْ উত্তরাধিকারী	৭৭ اَلْبَاطِنُ গোপন	৭৬ اَلظَّاهِرُ প্রকাশ্য
৮১ اَلتَّوَّابُ তাওবা কবুলকারী	৮০ اَلْبَرُّ কল্যাণদানকারী	৭৯ اَلْمُتَعَالِىْ মহাসম্মানিত
৮৪ اَلرَّءُوْفُ অতীব দয়ার্দ্র	৮৩ اَلْعَفُوُّ ক্ষমাকারী	৮২ اَلْمُنْتَقِمُ প্রতিশোধ গ্রহণকারী
৮৭ اَلْمُقْسِطُ ন্যায় বিচারক	৮৬ ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ মহত্ত্বের অধিকারী, মহাসম্মানিত	৮৫ اَلْمَالِكُ الْمُلْكِ সার্বভৌম শক্তির মালিক

৯০ اَلْمُغْنِى অমুখাপেক্ষাকারী	৮৯ اَلْغَنِىُّ অমুখাপেক্ষী	৮৮ اَلْجَامِعُ একত্রিতকারী
৯৩ اَلنَّافِعُ লাভ দাতা	৯২ اَلضَّارُّ ক্ষতি দাতা	৯১ اَلْمَانِعُ বাধা দানকারী
৯৬ اَلْبَدِيْعُ নবরূপে সৃষ্টিকারী	৯৫ اَلْهَادِى পথ প্রদর্শক	৯৪ اَلنُّوْرُ জ্যোতির্ময়ী
৯৯ اَلرَّشِيْدُ সৎ পথ প্রদর্শক	৯৮ اَلْوَارِثُ চূড়ান্ত মালিক	৯৭ اَلْبَاقِى সর্বদা অবস্থানকারী
	১০০ اَلصَّبُوْرُ অতীব ধৈর্য্যশীল	

মাছনূন দু'য়া সমূহঃ

ভুল ও অন্যায়ের কারণে বিপদ অথবা দুরাবস্থা দেখা দিলে এই দুয়া পড়বে।

لَآ اِلٰـهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّـىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰالِمِيْنَ ○

অর্থ : (হে আল্লাহ!) 'আপনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই'। আপনি পবিত্র মহান। নিশ্চয় আমি ছিলাম যালিম'।

ঘুমাবার সময় বলতে হয়

اَللّٰـهُـمَّ بِا سْـمِـكَ اَمُـوْتُ وَاَحْـىٰ ○	অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নামে ঘুমাচ্ছি আর তোমার নামেই জাগ্রত হব।

ঘুম থেকে উঠে বলতে হয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَحْيَانَا بَعْدَ مَآ اَمَا تَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرِ ○	অর্থ : শোকর সেই আল্লাহর যিনি আমাকে ঘুমানোর পর জাগ্রত করেছেন।

মসজিদে প্রবেশের দু'য়া

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْٓ اَ بْوَابَ رَحْمَتِكَ •	অর্থ : হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও।

মসজিদ হতে বাহির হবার দু'য়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّـىْٓ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ •	অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।

খাওয়ার শুরুতে বলতে হয়

بِسْمِ اللّٰهِ وَ عَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ ○	অর্থ : আল্লাহর নামে এবং তাঁর পক্ষ থেকে বরকতের আশা নিয়ে শুরু করছি।

খাওয়ার শেষে বলতে হয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ جَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○	অর্থ : শোকর সেই আল্লাহর যিনি আমাদের পানাহার করিয়েছেন এবং মুসলিম বানিয়েছেন।

ইফতারের সময় বলতে হয়

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ ○	অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার জন্য রোজা রেখেছি, আর আপনার দেয়া রিযিক দিয়েই ইফতার করেছি।

দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় মাসআলা

ইস্তিঞ্জার সময় ৮ কাজ করা সুন্নাত

০১. বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা।	০৫. ঢিলা কুলুখ ব্যবহার করা।
০২. জুতা-সেন্ডেল পায়ে রাখা।	০৬. পানি খরচ করা।
০৩. মাথা ঢেকে রাখা।	০৭. ডান পা দিয়ে বের হওয়া
০৪. দিলে দিলে ইস্তিগফার করা।	০৮. আগে পরে দু'য়া পড়া।

ইস্তিঞ্জার সময় ৮ কাজ করা নিষেধ

০১. কথা বলা।	০৫. সালামের উত্তর দেয়া।
০২. জিকির করা বা তাসবীহ পড়া।	০৬. খাওয়া ও পান করা।
০৩. কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা।	০৭. মিস্ওয়াক করা।
০৪. সালাম দেয়া।	০৮. লিখা পড়া করা।

উযু-গোসলের মাসায়িল

উযুতে ৪ ফরয

১. সমস্ত মুখ ধোয়া।	৩. মাথা মাসেহ্ করা।
২. দুই হাতের কনুইসহ ধোয়া।	৪. দুই পায়ের টাখনুসহ ধোয়া।

গোসলে ৩ ফরয

১. কুলি করা।	৩. সমস্ত শরীর ধৌত করা।
২. নাকে পানি দেওয়া।	

উযু করার তরীকা

১. উযুতে নিয়ত করা সুন্নাত।	২. উযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ্ পড়া সুন্নাত।
৩. দুই হাতের কব্জিসহ তিনবার ধোয়া সুন্নাত।	৪. মিস্ওয়াক করা সুন্নাত।
৫. তিনবার কুলি করা সুন্নাত।	৬. তিনবার নাকে পানি দেয়া সুন্নাত।
৭. সমস্ত মুখ তিনবার ধোয়া সুন্নাত।	৮. ঘন দাঁড়ি খিলাল করা মুস্তাহাব।
৯. দুই হাতের কনুইসহ তিনবার ধোয়া সুন্নাত।	১০. দুই হাতের অঙ্গুলী খিলাল করা সুন্নাত।
১১. সমস্ত মাথা একবার মাসেহ করা সুন্নাত।	১২. দুই কান মাসেহ্ করা সুন্নাত।
১৩. গর্দান মাসেহ্ করা মুস্তাহাব।	১৪. দুই পায়ের টাখনুসহ তিনবার ধোয়া সুন্নাত।
১৫. দুই পায়ের অঙ্গুলী খিলাল করা সুন্নাত।	১৬. উযুর শেষে কালিমা শাহাদাত পড়া মুস্তাহাব।

তায়াম্মুমে ৩ ফরয

১. নিয়ত করা।	৩. দুই হাতের কনুইসহ একবার মাসেহ্ করা।
২. সমস্ত মুখ একবার মাসেহ্ করা।	

উযু ভঙ্গের কারণ ৭টি

১. পায়খানা বা পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া (সামান্য হলেও)।	৪. থুথুর সঙ্গে রক্তের ভাগ সমান বা বেশী হওয়া।
	৫. চিৎ বা কাৎ হয়ে হেলান দিয়ে ঘুম যাওয়া।
২. মুখ ভরিয়া বমি হওয়া	৬. পাগল, মাতাল ও অচেতন হওয়া।
৩. শরীরের ক্ষতস্থান হইতে রক্ত, পুঁজ বা পানি বের হয়ে গড়িয়ে পড়া।	৭. নামাযে উচ্চ স্বরে হাসা।

নামাযের মাসায়িল

নামাযের বাহিরে এবং ভিতরে ১৩ ফরয

নামাযের বাহিরে ৭ ফরয

১. শরীর পাক।	৫. কিবলামুখী হওয়া।
২. কাপড় পাক।	৬. ওয়াক্ত মত নামায পড়া।
৩. নামাযের জায়গা পাক।	৭. নামাযের নিয়ত করা।
৪. সতর ঢাকা।	

নামাযের ভিতরে ৬ ফরয

১. তাকবীরে তাহ্রীমা বলা।	৪. রুকূ করা।
২. দাঁড়িয়ে নামায পড়া।	৫. দুই সিজ্দা করা।
৩. ক্বিরআত পড়া।	৬. আখিরী বৈঠক।

নামাযের ওয়াজিব ১৪ টি

১. আলহামদু শরীফ (সূরা ফাতিহা) পুরা পড়া।
২. আলহামদুর সঙ্গে সূরা মিলানো।
৩. রুকু-সিজ্দায় দেরী করা।
৪. রুকু হতে সোজা হয়ে খাড়া হওয়া।
৫. দুই সিজ্দার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা।
৬. মধ্যের বৈঠক করা (৩ রাকাত বা ৪ রাকাত বিশিষ্ট নামাযে ২ রাকাত পর বসা)।
৭. দুই বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়া।
৮. ইমামের জন্য ক্বিরআত আস্তে এবং জোরে পড়া।

নামাযের ওয়াজিব ১৪ টি

৯. বিতির নামাযে দু'য়া কুনুত পড়া।
১০. দুই ঈদের নামাযে ছয় তাকবীর বলা।
১১. ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকাতকে ক্বিরআতের জন্য নির্ধারিত করা।
১২. প্রত্যেক রাকাতের ফরযগুলির তারতীব ঠিক রাখা।
১৩. প্রত্যেক রাকাতের ওয়াজিবগুলির তারতীব ঠিক রাখা।
১৪. সালাম দিয়ে নামায শেষ করা।

নামাযে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ ১২ টি

১. দুই হাত উঠানো।	৭. প্রত্যেক উঠা বসায় আল্লাহু আকবার বলা।
২. দুই হাত বাঁধা।	৮. রুকুর তাসবীহ পড়া।
৩. সানা পড়া।	৯. রুকু হতে উঠার সময় তাসবীহ্ পড়া।
৪. আ'উযুবিল্লাহ পড়া।	১০. সিজ্‌দার তাস্‌বীহ্ পড়া।
৫. বিস্‌মিল্লাহ পড়া।	১১. দরূদ শরীফ পড়া।
৬. আলহামদুর শেষে আমীন বলা।	১২. দু'য়া মাছূরাহ পড়া।

নামায ভঙ্গের কারণ ১৯ টি

১. নামাযে অশুদ্ধ পড়া।	৫. উহ্ আহ্ শব্দ করা।
২. নামাযের ভেতর কথা বলা।	৬. বিনা উজরে কাশি দেয়া।
৩. কোন লোককে সালাম দেয়া।	৭. আমলে কাছীর করা।
৪. সালামের উত্তর দেয়া।	৮. বিপদে কি বেদনায় শব্দ করে কাঁদা।
৯. তিন তাসবীহ্ পরিমাণ সময় সতর খুলে থাকা।	
১০. মুক্তাদী ব্যতীত অপর লোকের লোকমা গ্রহণ করা।	
১১. সুসংবাদ ও দুঃসংবাদের উত্তর দেয়া।	
১২. নাপাক জায়গায় সিজ্‌দা করা।	
১৩. কিবলার দিক হতে সিনা ঘুরে যাওয়া।	
১৪. নামাযে কুরআন শরীফ দেখে পড়া।	
১৫. নামাযে শব্দ করে হাসা।	
১৬. নামাযে দুনিয়াবী কোন কিছু প্রার্থনা করা।	
১৭. হাঁচির উত্তর দেয়া।	
১৮. নামাযে খাওয়া ও পান করা।	
১৯ ইমামের আগে মুক্তাদি খাড়া হওয়া। (ইমাম হতে মুক্তাদী এগিয়ে দাঁড়ানো)।	

مخرج-মাখরাজ পরিচিত

মাখরাজ আরবী শব্দ এর অর্থ: উচ্চারণস্থল/ বের হওয়ার জায়গা। আরবী হরফ উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলে। আরবী ২৯টি হরফ উচ্চারণ করার জন্য প্রথমে ৩টি জায়গা চিনতে হবে তা হচ্ছে:- ১. গলা ২. জিহ্বা ৩. ঠোট এ তিনটি জায়গা থেকে ১৫টি মাখরাজের মাধ্যমে ب থেকে ي পর্যন্ত মোট ২৮টি হরফ উচ্চারিত হয় :

গলা বা কণ্ঠনালী থেকে ৩টি মাখরাজ ৬টি হরফ :			

মুখের ভেতর ও জিহ্বাহ থেকে ১০টি মাখরাজ ১৮টি হরফ:

ر	ن	ل	ض	ي	ش	ج	ك	ق
ث	ذ	ظ	ز	س	ص	ت	د	ط

ঠোট থেকে ২টি মাখরাজ ৪টি হরফ :	و	م	ب	ف

আলিফ ا এর নিজস্ব কোন মাখরাজ নেই। আলিফে হরকত ব্যবহার করলে হামঝাহ পড়তে হয় তাই হামঝার মাখরাজই আলিফের মাখরাজ।

তবে আলিফ মাদ্দ এর হরফ হিসেবে মুখের খোলা জায়গা থেকে উচ্চারণ হয় মাদ্দ এর হরফ ৩টি

এছাড়াও নাকের বাসি থেকে গুন্নাহ'র হরফ উচ্চারিত হয়। গুন্নাহ'র হরফ ২টি م ن

صِفَاتٌ সিফাত এর বিবরণ

সিফাত অর্থ: স্বভাব বা গুণাবলী। আরবী হুরূফের উচ্চারণের বিভিন্ন স্থানকে সিফাত বলে। সিফাতের সংখ্যা নিয়ে তাজউয়ীদ শাস্ত্রের ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে অধিকাংশের মতানুযায়ী সিফাতের সংখ্যা ১৭টি।

আরবী ২৯টি হরফের মধ্যে বেশির ভাগ হরফেরই একাধিক সিফাত রয়েছে। মানুষ যেমনিভাবে বহুগুণে গুণান্বিত হয় তদ্রূপ হরফের মধ্যেও বিভিন্ন গুণ রয়েছে বা বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত হয়েছে। এ বিষয়ে তাজউয়ীদে পারদর্শী এমন একজন উস্তায এর নিকট থেকে জ্ঞাণ অর্জন করে বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

১নং-মাখরাজ
কণ্ঠনালীর শুরু হইতে
উচ্চারিত হয়।
উচ্চারণে
১ আলিফ
লম্বা হবে
হা – هَا
ه
যুক্ত বর্ণ ঃ هـ ـهـ ـه
উচ্চারণে
লম্বা হবে না
هَمْزَهْ
হামযাহ্
ء
যুক্ত বর্ণ ঃ أ إ ئ ئـ ؤ ى

২ নং-মাখরাজ ঃ
কণ্ঠনালীর মধ্যখান হইতে উচ্চারিত হয়।
উচ্চারণে
১ আলিফ
লম্বা হবে
হা-حَا
ح
যুক্ত বর্ণ ঃ حـ ـحـ ـح
উচ্চারণে
৪ আলিফ
লম্বা হবে
আ'ইন – عَيْنْ
ع
যুক্ত বর্ণ ঃ عـ ـعـ ـع

৩ নং-মাখরাজ ঃ
কণ্ঠনালীর শেষ ভাগ হইতে উচ্চারিত হয়।
উচ্চারণে ১ আলিফ লম্বা হবে
খ – خَا
উচ্চারণে মোটা হবে
যুক্ত বর্ণ ঃ خخخ
উচ্চারণে ৪ আলিফ লম্বা হবে
গইন – غَيْنْ
উচ্চারণে মোটা হবে
যুক্ত বর্ণ ঃ غـغـغ
৪ নং-মাখরাজ ঃ
জিহ্বার গোড়া তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া একটি হরফ উচ্চারিত হয়।
উচ্চারণে ৪ আলিফ লম্বা হবে
উচ্চারণে মোটা হবে
ক্বফ – قَافْ
যুক্ত বর্ণ ঃ قـقـق

৫ নং-মাখরাজ ঃ
জিহ্বার গোড়া হইতে একটু আগে বাড়াইয়া তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া উচ্চারিত হয়।
উচ্চারণে ৪ আলিফ লম্বা হবে
ك
কাফ – كَافْ
যুক্ত বর্ণ ঃ ـكـ كـ ـك
৬ নং-মাখরাজ ঃ
জিহ্বার মধ্যখান হইতে তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া উচ্চারিত হয়।
উচ্চারণে ৪ আলিফ লম্বা হবে
ج
জীম – جِيْمْ
যুক্ত বর্ণ ঃ جـ ـجـ ـج
উচ্চারণে ৪ আলিফ লম্বা হবে
ش
শীন – شِيْنْ
যুক্ত বর্ণ ঃ شـ ـشـ ـش
উচ্চারণে ১ আলিফ লম্বা হবে
ي
ইয়া – يَا
যুক্ত বর্ণ ঃ يـ ـيـ ـي
৮৭

৭ নং-মাখরাজ ঃ
জিহ্বার গোড়ার কিনারা উপরের মাড়ির দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া উচ্চারিত হয়।
উচ্চারণে ৪ আলিফ লম্বা হবে
উচ্চারণে মোটা হবে
ض
দ্বদ – ضَادْ
যুক্ত বর্ণ ঃ ضـ ـضـ ـض
৮ নং-মাখরাজ ঃ
জিহ্বার আগার কিনারা তার বরাবর উপরের দাঁতের মাড়ির সঙ্গে লাগাইয়া উচ্চারিত হয়।
উচ্চারণে ৪ আলিফ লম্বা হবে
ل
লাম– لَامْ
যুক্ত বর্ণ ঃ لـ ـلـ ـل

৯ নং-মাখরাজ ঃ
জিহ্বার আগা তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া উচ্চারিত হয়।
উচ্চারণে ৪ আলিফ লম্বা হবে
ن
নূন – نُوْنٌ
যুক্ত বর্ণ ঃ ـنـنـن
১০নং-মাখরাজ ঃ
জিহ্বার আগার পিঠ তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া উচ্চারিত হয়।
উচ্চারণে ১ আলিফ লম্বা হবে
উচ্চারণে মোটা হবে
ر
র – رَا
যুক্ত বর্ণ ঃ ـر ـر ر

১১ নং-মাখরাজ ঃ
জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া উচ্চারিত হয়।
উচ্চারণে ১ আলিফ লম্বা হবে
ت
তা—تَا
যুক্ত বর্ণ ঃ تتت
উচ্চারণে ৪ আলিফ লম্বা হবে
د
দাল—دَالْ
যুক্ত বর্ণ ঃ دددد
উচ্চারণে ১ আলিফ লম্বা হবে
উচ্চারণে মোটা হবে
ط
ত্ব—طَا
যুক্ত বর্ণ ঃ ططط
১২ নং-মাখরাজ ঃ
জিহ্বার আগা সামনের নিচের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া উচ্চারিত হয়।
উচ্চারণে ১ আলিফ লম্বা হবে
ز
ঝা—زَا
যুক্ত বর্ণ ঃ ز ز ز
উচ্চারণে ৪ আলিফ লম্বা হবে
س
সীন—سِيْنْ
যুক্ত বর্ণ ঃ سسس
উচ্চারণে ৪ আলিফ লম্বা হবে
উচ্চারণে মোটা হবে
ص
ছদ—صَادْ
যুক্ত বর্ণ ঃ صصص

১৩ নং-মাখরাজ ঃ
জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া উচ্চারিত হয়।
উচ্চারণে ১ আলিফ লম্বা হবে
ث
ছা- ثَا
যুক্ত বর্ণ ঃ ثـ ـثـ ـث
উচ্চারণে ৪ আলিফ লম্বা হবে
ذ
যাল - ذَالْ
যুক্ত বর্ণ ঃ ذ ـذ ـذ
উচ্চারণে ১ আলিফ লম্বা হবে
উচ্চারণে মোটা হবে
ظ
য - ظَا
যুক্ত বর্ণ ঃ ظـ ـظـ ـظ
১৪ নং-মাখরাজ ঃ
নিচের ঠোঁটের পেট সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া উচ্চারিত হয়।
উচ্চারণে ১ আলিফ লম্বা হবে
ف
ফা- فَا
যুক্ত বর্ণ ঃ فـ ـفـ ـف

১৫ নং-মাখরাজ ঃ
দুই ঠোঁটের ভেজা জায়গা হইতে উচ্চারিত হয়।
উচ্চারণে
১ আলিফ
লম্বা হবে
ب
বা - بَا
যুক্ত বর্ণ ঃ ببب
১৫ নং-মাখরাজ ঃ
দুই ঠোঁটের শুকনা জায়গা হইতে উচ্চারিত হয়।
উচ্চারণে
৪ আলিফ
লম্বা হবে
م
মীম - مِيْمْ
যুক্ত বর্ণ ঃ ممم

১৫ নং-মাখরাজ ঃ
দুই ঠোঁট গোল করে সামান্য
খোলা রেখে উচ্চারিত হয়।
উচ্চারণে
৪ আলিফ
লম্বা হবে
و
ওয়াও-وَاوُ
যুক্ত বর্ণ ঃ و—و—و
গুন্নাহ্
আরবী হরফ
উচ্চারণ এর মাখরাজ চিত্র
و ب م
ف
ق ك
ض
غ خ
ح ع
أ ه

সিফাতের বিস্তারিত আলোচনা

আরবী হুরূফের উচ্চারণের বিভিন্ন অবস্থাকে সিফাত বলে। সিফাতের সংখ্যা নিয়ে তাজউয়ীদ শাস্ত্রের ঈমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে অধিকাংশ মতানুযায়ী সিফাতের সংখ্যা ১৭টি।

এটা দুই প্রকার, যথাঃ (ক) صِفَاتِ مُتَضَادَّةٌ (খ) صِفَاتِ غَيْرِ مُتَضَادَّةٌ

(ক) صِفَاتِ مُتَضَادَّةٌ দশটি (খ) صِفَاتِ غَيْرِ مُتَضَادَّةٌ সাতটি।

(ক) যে সকল বর্ণের বিপরীত সিফাত স্পষ্টতঃ লক্ষ্য করা যায় এরূপ হরফের সিফাতকে صِفَاتِ مُتَضَادَّةٌ বলে। এর সংখ্যা ১০টি যেমন:

اِسْتِعْلَاءٌ	رِخْوَتٌ تَوَسُّطُ	شِدَّتٌ	جَهْرٌ	هَمْسٌ
اِصْمَاتٌ	اِذْلَاقٌ	اِنْفِتَاحٌ	اِطْبَاقٌ	اِسْتِفَالٌ

صِفَاتِ مُتَضَادَّةٌ পরস্পর বিরোধী উচ্চারণের সিফাত। যেমন: কোন হরফে هَمْسٌ সিফাত থাকলে ঐ হরফে جَهْرٌ সিফাত থাকবে না। অনুরূপ ভাবে কোন হরফে شِدَّتٌ সিফাত থাকলে, ঐ হরফে رِخْوَتٌ থাকবেনা ইত্যাদি।

(১) هَمْسٌ হাম্‌স অর্থ: ক্ষীণ এবং দুর্বল আওয়াজ

যে হরফসমূহে এ সিফাত পাওয়া যাবে ঐ হরফসমূহ উচ্চারণের সময় আওয়াজ মৃদু ও দূর্বলভাবে সহজ করে উচ্চারণ করতে হবে। যাহাতে শ্বাসের প্রবাহ বর্তমান থাকে। এ সকল হুরূফকে হুরুফি মাহমুসা حُرُوْفُ مَهْمُوْسَةٌ বলে। মাহ্‌মুসার সংখ্যা ১০টি। যথা:

س	خ	ح	ث	ت
ه	ف	ك	ص	ش

হরফগুলি একত্রে বলা যায়: فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ

(২) جَهْرٌ অর্থ: উচু এবং শক্তিশালী আওয়াজ। (জাহির করা ও খোলাখুলি বর্ণনা করা)।

যে সকল হরফে এ সিফাত পাওয়া যাবে ঐ হরফসমূহ উচ্চারণের সময় আওয়াজ এর স্থলে এরূপ আওয়াজ এমন কঠিনভাবে বাধা দিতে হবে যেন শ্বাসের প্রবাহ-বন্ধ হয়ে যায় এবং আওয়াজে এক প্রকারের উচ্চঃস্বর ধ্বনিত হয়। এরূপ হরফসমূহকে حُرُوْفٌ مَجْهُوْرَةٌ বলে। হুরুফি মাজহুরার হরফ ১৯টি যথা:-

ذ	د	ج	ب	ا
ظ	ط	ض	ز	ر
م	ل	ق	غ	ع
	ي	ء	و	ن

হরফগুলি একত্রে বলা যায়: عَظُمَ وَزْنُ قَارِئٍ ذِىْ غَضٍّ جَدَّ طَلَبَ

(৩) شِدَّتٌ অর্থ: শক্ত হওয়া

যে সকল হরফে এ সিফাত পাওয়া যাবে ঐ সকল হরফ উচ্চারণের সময় আওয়াজ মাখরাজ স্থলে এরূপ জোরের সাথে লাগবে, যেন উহা কঠিন স্বরে উচ্চারিত হয়ে আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়। এরূপ হরফসমূহকে হুরূফি শাদীদাহ্ বলে। হুরূফি حُرُوْفٌ شَدِيْدَةٌ শাদীদাহর সংখ্যা ৮টি। যথা:-

ك	ق	ط	د	ج	ت	ب	ا

সংক্ষেপে বলা যায়: اَجِدُ قَطٍّ بَكَتْ

(৪) رِخْوَتٌ অর্থ:নম্রতা

রিখ্ওয়াত শব্দের অর্থ: সামান্য জারী বা প্রবাহমান থাকা। যে সকল হরফে এ সিফাত পাওয়া যাবে, উহা উচ্চারণের সময় মাখরাজের মধ্যে আওয়াজ এমন হালকা ও মৃদভাবে উচ্চারিত হবে যে, এতে উচ্চারণের প্রবাহ বিদ্যমান থাকে। জাহ্র ও হাম্সের মত সিদ্দাত ও রিখ্ওয়াত পরস্পর বিরোধী। তবে এদের মধ্যবর্তী আর একটি সিফাত আছে যাহাকে সিফাতে মুতাওয়াস্সিতাহ্ বলে। এরূপ সিফাত যে সকল হরফের মধ্যে বর্তমান থাকবে, উহাতে আওয়াজ সম্পূর্ণ বন্ধও হবে না এবং সম্পূর্ণ প্রবাহমানও থাকবে না। রিখওয়াত এর হরফের সংখ্যা ১৬টি। যথা:- ....

ش	س	ز	ذ	خ	ح	ث	ا
ي	ه	و	ف	غ	ظ	ض	ص

হরফগুলি একত্রে বলা যায়: خُذْغَثَّ حَظٍّ فُضَّ شَوْصٍ زِىَّ سَاهٍ

تَوَسُّطُ অর্থ: মধ্যম অবস্থা

এর হরফগুলি উচ্চারণ করার সময় আওয়াজ পুরাপুরি বন্ধও হয়না, পুরাপুরি জারীও থাকেনা। تَوَسُّطُ সিফাত বিশিষ্ট হরফগুলিকে مُتَوَسِّطَةٌ/بَيِّنَةٌ বলা হয়। এর হরফ ৫টি যথা:

ر	م	ع	ن	ل

হরফগুলি একত্রে বলা যায়: لِنْ عُمَرْ

(৬) اِسْتِعْلَاءٌ অর্থ: উচু হওয়া বা উপরে উঠা

যে সকল হরফের মধ্যে এ সিফাত বিদ্যমান থাকবে উহাকে হুরূফি اِسْتِعْلَاءٌ বা مُسْتَعْلِيَةٌ বলে। এর অর্থ হল, এরূপ হরফসমূহ উচ্চারণের সময় সর্বদা জিহ্বার গোড়া উপরের তালুর দিকে উঠে মিলিত হয়ে হরফ সমূহ মোটা হয়ে উচ্চারিত হবে। এরূপ হরফের সংখ্যা ৭টি। যথা:-

ق	خ	غ	ظ	ط	ض	ص

হরফগুলি একত্রে বলা যায়: خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ

(৬) اِسْتِفَالُ অর্থ: নীচ হওয়া

যে সকল হরফে এরূপ সিফাত আছে, তাকে হুরূফি মুস্তাফিলা বলা হয়। এ সকল হরফ উচ্চারণের সময় জিহ্বার গোড়া উপরের তালুর দিকে না উঠে বরং হালকা বা পাতলাভাবে উচ্চারিত হবে। এর হরফ ২২টি যথা-

د	ح	ج	ث	ت	ب	ا

ف	ع	ش	س	ز	ر	ذ
ي	ء ه	و	ن	م	ل	ك

হরফগুলি একত্রে বলা যায়: ثَبَتَ عِزُّ مَنْ يُجَوِّدُ حَرْفَهُ اِذْ سَلَّ شَكًّا

(৭) اِطْبَاقُ অর্থ: মিলে যাওয়া

যে সকল হরফে এরূপ সিফাত পাওয়া যাবে ঐ সমস্ত হরফ উচ্চারণের সময় জিহ্বার মধ্যস্থল উপরের তালুর সাথে মিলে যায়। এরূপ হরফ সমূহকে مُطْبَقَةٌ মুত্বাকাহ্ বলে। এর হরফ ৪টি যথা–

ظ	ط	ض	ص

(৮) اِنْفِتَاحُ অর্থ: পৃথক করা

যে সকল হরফে এ সিফাত আছে, উহাকে হুরূফি مُنْفَتِحُ বলে। এ সকল হরফ উচ্চারণের সময় জিহ্বার মধ্যস্থল উপরের তালুর সাথে না মিলে বরং পৃথক স্থান হতে উচ্চারিত হবে। অন্যান্য অক্ষর যেমনঃ ق উচ্চারণের সময় জিহ্বার গোড়ার তালুর সাথে মিশে যায়। হুরূফি মুতবাকার ৪টি হরফ ব্যতীত বাকী সব হরফই হুরূফি مُنْفَتِحُ অতএব, এ সিফাত দুটিও পরস্পর বিরোধী। এর মোট হরফ ২৫টি যথাঃ-

خ	ح	ج	ث	ت	ب	ا
ع	ش	س	ز	ر	ذ	د
ن	م	ل	ك	ق	ف	غ
		ي	ء	ه	و	

হরফগুলি একত্রে বলা যায়: مَنْ اَخَذَ وَجَدَ سَعَتَ فَزَكَّا حَقٌّ لَه شُرْبُ غَيْثٍ

(৯) اِذْلَاقٌ অর্থ: পিছলে পড়া বা নড়াচড়া করা/ কিনারা/ তাড়াতাড়ি শেষ হওয়া।

যে হরফের মধ্যে এরূপ সিফাত পাওয়া যাবে উহাকে হুরূফি مُذْلَقَةٌ বলে। অর্থাৎ এ সিফাতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এরূপ হরফসমূহ জিহ্বা ও ঠোঁটের কিনারা দ্বারা খুব সহজে তাড়াতাড়ি উচ্চারিত হয়। এর হরফ ৬টি। যথা:–

م	ن	ل	ف	ر	ب

হরফগুলি একত্রে বলা যায়: فَرَّ مِنْ لُّبٍّ

এক সঙ্গে বলা যায় এই ছয়টি অক্ষরের মধ্যে এ ن - ل - ر তিনটি জিহ্বার অগ্রভাগের পার্শ্ব এবং অন্য م ف ب তিনটি ঠোটের পার্শ্ব দিয়ে তাড়াতাড়ি উচ্চারিত হয়।

(১০) اِصْمَاتٌ অর্থ: স্থির থাকা বা জমে থাকা/বন্ধ হয়ে যাওয়া

যে সকল হরফ নিজ নিজ মাখরাজ বা উচ্চারণস্থল হতে দৃঢ়তার সাথে উচ্চারিত হয় এবং সহজভাবে দ্রুত উচ্চারিত হয় না এরূপ হরফ সমূহকে হুরূফি مُصْمَتَةٌ বলে। মুসমাতের হরফ ২৩টি যথা:

د	خ	ح	ج	ث	ت	ا
ق	غ	ع	ش	س	ز	ذ
		ي	ء	ه	و	ك

অতএব, উপরে বর্ণিত ১০টি صِفَاتِ مُتَضَادَّةٌ একে অপরের বিরোধী। নিম্নে সংক্ষেপে সিফাত ১০টি দেখানো হলঃ–

جَهْرٌ	এর	বিপরীত	هَمْسٌ	اِسْتِعْلَاءٌ	এর	বিপরীত	اِسْتِفَالٌ
شِدَّتٌ	এর	বিপরীত	رِخْوَتٌ	اِطْبَاقٌ	এর	বিপরীত	اِنْفِتَاحٌ
	اِذْلَاقٌ	এর	বিপরীত	اِصْمَاتٌ			

(খ) صِفَاتِ غَيْرِ مُتَضَادَّةٌ

যে সকল হরফের বিপরীত সিফাত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নয়, উহাকে صِفَاتِ غَيْرِ مُتَضَادَّةٌ বলে। এ সিফাত ৭টি যথা–

صَفِيْرٌ	قَلْقَلَةٌ	لِيْنٌ	تَكْرَارٌ
ﷺ	تَفَشِّيْ	اِسْتِطَالَتٌ	اِنْحِرَافٌ

صِفَاتِ غَيْرِ مُتَضَادَّةٌ পরস্পর বিরোধী উচ্চারণের সিফাত নয়। বরং এগুলো আলাদা আলাদা সিফাত। যেমন– সফীর সিফাতের কোন হরফে, ক্বলক্বলার সিফাত পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে বাকী সিফাতগুলোরও বিপরীত সিফাত নেই।

(১) صَفِيْرٌ অর্থ : চড়ুই পাখির আওয়াজ।

যে হরফ সমূহে এ সিফাত পাওয়া যাবে তাকে হুরূফি اَسَلِيَّةٌ/صَفِيْرِيَّةٌ বলে। এর উচ্চারণকালে ছানায়ে উলিয়া ও ছানায়ে সুফলা দাঁতের মধ্যস্থল হতে শক্তভাবে ছোট পাখীর আওয়াজের মত আওয়াজ বের হয়। হুরূফি সাফীরিয়্যাহ ৩টি যথা :

ز	س	ص

২। قَلْقَلَةٌ অর্থ: প্রতি শব্দ/ নড়াচড়া করা

যে সকল হরফে এ সিফাত আছে, তাকে হুরূফি ক্বলক্বলাহ বলে। কোন গোলাকার বস্তু দ্বারা মাটিতে আঘাত করলে যেমন সাথে সাথে তা লাফিয়ে উঠে, ঐরূপ ঐ সকল হরফ সাকিন অবস্থায় মাখরাজ স্থলে জোরে আঘাত করলে, সাথে সাথে সামনের দিকে একটা প্রতিধ্বনি বের হয়। ক্বলক্বলার হরফ ৫টি। যথাঃ–

د	ج	ب	ط	ق

একসাথে মনে রাখার জন্য বলা যায়। قُطْبُ جَدٍّ

আরও মনে রাখবে–ক্বলক্বলাহ্ করা ভাল

৩। لِيْنٌ অর্থ: নরম (নরমভাবে উচ্চারণ করা)

যে হরফের মধ্যে এ সিফাত পাওয়া যাবে, উহাকে হুরূফি লীন বলে। অর্থাৎ হুরূফি লীনকে মাখরাজের স্থল হতে এত নরমভাবে আদায় করতে হয় যে,কেউ যদি তার উপরে মাদ্দ করতে চায়, তাহলে করতে পারে। আর এরূপ হরফ মাত্র দুটি, যথা– (وْ ওয়াও সাকিন ও يْ ইয়া সাকিন) যদি তার পূর্বের হরফ যবরযুক্ত হয়। যথা:

بَيْتٌ	خَوْفٌ

৪। اِنْحِرَافٌ অর্থ: ফিরে আসা/ঝুঁকিয়া পড়া।

যে হরফের মধ্যে এ সিফাত পাওয়া যাবে, তাকে হুরূফি মুনহারিফা বলে। আর ইনহিরাফের হরফও মাত্র দুটি যথা ঃ

ر	ل

যখন এ হরফ দুটি উচ্চারণ করা হবে, তখন ل এর মধ্যে জিহ্বার কিনারার দিকে এবং ر এর মধ্যে কিছুটা জিহ্বার পিঠের দিকে এবং কিছুটা লামের মাখরাজের দিকে ঝোঁক থাকবে। যথাঃ–

اَلرَّحِيْمُ	اَللَّطِيْفُ

৫। تَكْرَارٌ অর্থ: বারবার উচ্চারিত হওয়া।

এ সিফাতটি শুধুমাত্র (ر) হরফের মধ্যে পাওয়া যায়। এ হরফটি উচ্চারণের সময় জিহ্বার মধ্যে এক প্রকারের কম্পন সৃষ্টি হয়। অতএব, সে সময় আওয়াজের মধ্যে বারবার (تَكْرَارٌ) উচ্চারণের মত মনে হয়, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ر উচ্চারণের সময় একসাথে একাধিক ر উচ্চারণ করতে হবে। বরং এরূপ সন্দেহ হতে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে। এমনকি ر হরফের উপর তাশদীদ থাকলেও বারবার উচ্চারণ করা যাবে না। কেননা ঐরূপ স্থলে মাত্র একটি ر–ই উচ্চারণ করতে হবে। যথাঃ–

اَلرَّحِيْمُ	رِجَالٌ	اِرْجِعْ

৬। تَفَشِّيْ অর্থ: বাঁশী বা হুইসেলের মত শব্দ হওয়া/ শাঁ শাঁ শব্দ হওয়া মুখের ভেতর আওয়াজ ছড়িয়ে পড়া।

এরূপ সিফাত মাত্র شْ শীন হরফের মধ্যে আছে। এ হরফটি উচ্চারণের সময় আওয়াজ মুখের মধ্যে ছড়িয়ে হুইসেলের মত শব্দ বাহির হয়ে আসে।

যথাঃ–

اَلشَّهْرُ	اَلشَّيْطٰنُ	اَشْهَدُ

৭। اِسْتِطَالَتْ অর্থ: দীর্ঘ বা লম্বা হওয়া

ইহা শুধু ضْ এর সিফাত। হরফটি উচ্চারণের সময় মাখরাজ স্থলের আরম্ভ হতে শেষ পর্যন্ত আওয়াজকে দীর্ঘ করতে হবে। অর্থাৎ نَوَاجِذْ দাঁতের মাড়ী হতে ضَوَاحِكْ দাঁতের মাড়ী পর্যন্ত লম্বাভাবে জিহ্বার কিনারা যোগ করে উচ্চারণ করতে হবে। এ হরফটিকে বলা হয় হরফে মুস্তাত্বিল مُسْتَطِيْلٌ যথাঃ– وَلَا الضَّآلِّيْنَ

সিফাত একটি গুরত্বপূর্ণ অধ্যায় এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করার জন্য অবশ্যই একজন দক্ষ উস্তায এর নিকট যাওয়া জরুরী। এ বিষয়ে আমার পরামর্শ হলো মাখরাজ এবং সিফাত বেশি বেশি মুখস্ত করার চেয়ে গুরত্ব হলো উস্তাযের মুখে মুখে মাশ্‌কের মাধ্যমে উচ্চারণ ঠিক করা, আর হরফ, হরকত, জঝম, তাশদীদ এর ব্যবহার যথাযথভাবে উচ্চারণ করে সুন্দরভাবে বিশুদ্ধ তিলাওয়াত করা।

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّ نَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا

আমি কুরআন মাজীদকে (ভাগে ভাগে) বিভক্ত করে দিয়েছি, যাতে করে আপনি ক্রমে ক্রমে তা মানুষদের সামনে তিলাওয়াত করতে পারেন আর (এ কারণেই) আমি তা পর পর নাযিল করেছি। (সূরা বানী ইসরাঈল- ১০৬)

যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, সলাত কায়েম করে, আমার দেয়া রিযিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করতে পারে এমন ব্যবসার কথা যা কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হবেনা। কারণ আল্লাহ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেবেন নিজ অনুগ্রহে আরো অধিক দান করবেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।
সূরা ফাতির ২৯-৩০

প্রশ্ন উত্তরে কুরআন শিক্ষা

ক্রমিক	প্রশ্ন ও উত্তর
১	নূরানী অর্থ কি?
উত্তর	নূর অর্থ আলো, নূরানী অর্থ আলোকিত।
২	নূরানী পদ্ধতি অর্থ কি?
উত্তর	আলোকিত কৌশল / পদ্ধতি।
৩	নূরানী পদ্ধতি কত সালে শুরু হয়েছে?
উত্তর	১৯৬০ সাল থেকে শুরু হয়েছে।
৪	নূরানী পদ্ধতির আবিষ্কারক কে?
উত্তর	হযরত মাওলানা ক্বারী বেলায়েত সাহেব।
৫	কুরআন শব্দের অর্থ কি?
উত্তর	সবচেয়ে বেশি পঠিত গ্রন্থ/যাকে বেশি পড়া হয়।
৬	কুরআন কোন্ মাসে নাযিল হয়েছে?
উত্তর	পবিত্র রমাদ্বান মাসে।
৭	কুরআন বহনকারী ফিরিস্তার নাম কি?
উত্তর	হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)।
৮	কোন্ নাবীর উপর কুরআন নাযিল হয়েছে?
উত্তর	আমাদের নাবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উপর।
৯	পবিত্র কুরআনে মোট কত পারা?
উত্তর	৩০ পারা।
১০	ক্বায়ি'দাহ্ অর্থ কি?
উত্তর	কুরআন শিক্ষার কৌশল/পদ্ধতি।
১১	আরবী হরফ কয়টি?
উত্তর	আরবী হরফ ২৯টি।

ক্রমিক	প্রশ্ন ও উত্তর
১২	মাখরাজ অর্থ কি?
উত্তর	বের হওয়ার স্থান।
১৩	মাখরাজ কাকে বলে?
উত্তর	হরফ উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলে।
১৪	মাখরাজ মোট কয়টি?
উত্তর	১৭টি।
১৫	১৭ টি মাখরাজ কোন্ কোন্ জায়গা থেকে উচ্চারণ করতে হয়?
উত্তর	কণ্ঠনালী, মুখের ভেতর ও দুই ঠোঁট হতে উচ্চারণ করতে হয়।
১৬	কণ্ঠনালীর মাখরাজ ও হরফ কয়টি?
উত্তর	কণ্ঠনালীর মাখরাজ ৩টি, হরফ ৬টি।
১৭	মুখের ভেতর থেকে মাখরাজ ও হরফ কয়টি?
উত্তর	মুখের ভেতর থেকে ১০ টি মাখরাজ, ১৮টি হরফ।
১৮	দুই ঠোঁট হতে মাখরাজ ও হরফ কয়টি?
উত্তর	দুই ঠোঁট হতে ২টি মাখরাজ ৪টি হরফ।
১৯	২৯ টি হরফের মধ্যে, কয়টি হরফে ৪ আলিফ টান হয়?
উত্তর	১৫টি হরফে ৪ আলিফ টান হয়।
২০	২৯টি হরফের মধ্যে, কয়টি হরফে ১ আলিফ টান হয়?
উত্তর	১২টি হরফে ১ আলিফ টান হয়।
২১	২৯টি হরফের মধ্যে, কয়টি হরফে কোন্ টান হয় না?
উত্তর	২টি হরফে কোন্ টান হয় না।
২২	মোটা হরফ কয়টি ও কি কি?
উত্তর	মোটা হরফ ৭টি যথাঃ ص ض ط ظ غ خ ق

ক্রমিক	প্রশ্ন ও উত্তর
২৩	কোন্ হরফ সর্ব অবস্থায় দুই ঠোঁট গোল করে উচ্চারণ করতে হয়?
উত্তর	و সর্ব অবস্থায় দুই ঠোঁট গোল করে উচ্চারণ করতে হয়।
২৪	নুক্বত্বা ওয়ালা হরফ কয়টি?
উত্তর	১৫টি।
২৫	নুক্বত্বা ছাড়া হরফ কয়টি?
উত্তর	১৪টি।
২৬	কয়টি হরফের উপরে নুক্বত্বা ?
উত্তর	১২টি।
২৭	কয়টি হরফের নিচে নুক্বত্বা?
উত্তর	৩টি।
২৮	এক নুক্বত্বা যুক্ত হরফ কয়টি?
উত্তর	১০টি।
২৯	দুই নুক্বত্বা যুক্ত হরফ কয়টি?
উত্তর	৩টি।
৩০	তিন নুক্বত্বা যুক্ত হরফ কয়টি?
উত্তর	২টি।
৩১	মুরাক্কাব অর্থ কি?
উত্তর	মুরাক্কাব অর্থ সংযুক্ত/মিলানো।
৩২	আরবী হরফগুলো মিলানো অবস্থায় কি দেখে চিনতে হয়?
উত্তর	হরফগুলোর ডানদিকের মাথা দেখে চিনতে হয়।
৩৩	কয়টি হরফ শব্দের শুরুতে, মাঝখানে ও শেষে মুরাক্কাব হয়?
উত্তর	২২ টি হরফে যেমনঃ بـنـيـتـثـفـقـسـشـصـضـطـظـجـحـخـعـغـلـكـهم

ক্রমিক	প্রশ্ন ও উত্তর
৩৪	কয়টি হরফ শব্দের শেষে মুরাক্কাব হয়?
উত্তর	৬টি হরফ।
৩৫	হরকত কাকে বলে?
উত্তর	এক যবর, এক যের ও এক পেশকে হরকত বলে।
৩৬	হরকতের উচ্চারণ কি করে পড়তে হয়?
উত্তর	তাড়াতাড়ি করে পড়তে হয়।
৩৭	হরকতের উচ্চারণে দেরি করলে কি হবে?
উত্তর	মাদ্দ হয়ে যাবে, অর্থ পরিবর্তন হয়ে যাবে।
৩৮	আলিফ কখন হামঝাহ্ হয়?
উত্তর	আলিফে যবর, যের, পেশ,জঝম, তাশদীদ হলে।
৩৯	যবরের উচ্চারণ বাংলা কিসের মত হয়?
উত্তর	" া " আকারের মত হয়।
৪০	যেরের উচ্চারণ বাংলা কিসের মত হয়?
উত্তর	" ি " ই কারের মত হয়।
৪১	পেশের উচ্চারণ বাংলা কিসের মত হয়?
উত্তর	" ু " উ কারের মত হয়।
৪২	যবর উচ্চারণ করার নিয়মাবলি কি?
উত্তর	যবরের উচ্চারণ করার সময় মুখ ফাঁকা রেখে "হা" করে উচ্চারণ করতে হবে।
৪৩	যেরের উচ্চারণ করার নিয়মাবলি কি?
উত্তর	যেরের উচ্চারণ করার সময় নিচের দিকে হালকা চাপ দিয়ে, হালকা শক্ত করে উচ্চারণ করতে হবে।
৪৪	পেশের উচ্চারণ করার নিয়মাবলি কি?
উত্তর	পেশের উচ্চারণ করার সময় দুই ঠোঁট গোল করে, হালকা শক্ত করে উচ্চারণ করতে হবে।

ক্রমিক	প্রশ্ন ও উত্তর
৪৫	যবর, যের ও পেশকে আরবীতে কি বলে?
উত্তর	ফাতাহ্, কাছরা, দ্বম্মাহ্ বলে।
৪৬	তানউয়ীন কাকে বলে?
উত্তর	দুই যবর, দুই যের, দুই পেশকে তানউয়ীন বলে।
৪৭	তানউয়ীনের গোপনীয় নাম কি?
উত্তর	নূন সাকিন।
৪৮	জঝম ওয়ালা হরফ কয়বার পড়া যায়?
উত্তর	একবার, (তার ডান দিকের হরকতের সঙ্গে একত্রে একবার পড়তে হয়)
৪৯	জঝমের উচ্চারণ বাংলা কিসের মত হয়?
উত্তর	(্) হসন্তের মত হয়।
৫০	ক্বলক্বলাহ অর্থ কি?
উত্তর	পাল্টা আওয়াজ/প্রতিধ্বনি।
৫১	ক্বলক্বলার হরফ কয়টি ও কি কি?
উত্তর	৫টি যথাঃ ق ط ب ج د
৫২	কয়টি ক্বলক্বলাহ মোটা হয়?
উত্তর	২টি যথাঃ ق ط এর (ক্বলক্বলার আওয়াজ উপরের দিকে যাবে)
৫৩	কয়টি ক্বলক্বলাহ পাতলা হয়?
উত্তর	৩টি যথাঃ ب ج د (ক্বলক্বলার আওয়াজ নিচের দিকে যাবে)
৫৪	মাদ্দ এর হরফ কয়টি ও কি কি?
উত্তর	৩টি যথাঃ يَا بِيْ بُوْ
৫৫	মাদ্দ এর হরফ হলে কি করতে হয়?
উত্তর	এক আলিফ টেনে পড়তে হয়।

ক্রমিক	প্রশ্ন ও উত্তর
৫৬	খাড়া যবর, খাড়া যের ও উলটা পেশ হলে কি করতে হয়?
উত্তর	এক আলিফ টেনে পড়তে হয়।
৫৭	লীনের হরফ কয়টি ও কি কি?
উত্তর	লীনের হরফ ২টি যথাঃ بَوْ بَيْ
৫৮	লীনের হরফ হলে কি করতে হয়?
উত্তর	নরম করে তাড়াতাড়ি পড়তে হয়।
৫৯	তাশদীদ ওয়ালা হরফ কয়বার পড়তে হয়?
উত্তর	২বার পড়তে হয়।
৬০	কোন্ হরফে তাশদীদ হলে ওয়াজিব গুন্নাহ্ হয়?
উত্তর	ن নূন আর م মীম এ তাশদীদ হলে ওয়াজিব গুন্নাহ্ হয়।
৬১	ن নূন আর م মীম এর গুন্নাহ্ করার সময় মুখের কাজ কি?
উত্তর	নূন এর গুন্নাহ্ করার সময় মুখ ফাঁকা থাকবে আর মীম এর গুন্নাহ্ করার সময় মুখ বন্ধ থাকবে।
৬২	লীনের হরফের বামের হরফে ওয়াক্ফ (০) করলে কয় আলিফ টেনে পড়তে হয়?
উত্তর	এক আলিফ টেনে পড়তে হয়।
৬৩	দুই যবরের বামে ওয়াক্ফ করলে কয় আলিফ টেনে পড়তে হয়?
উত্তর	এক আলিফ টেনে পড়তে হয়।
৬৪	মাদ্দ এর হরফের উপর চিকন চিহ্ন থাকলে কয় আলিফ টেনে পড়তে হয়?
উত্তর	তিন আলিফ টেনে পড়তে হয়।
৬৫	মাদ্দ এর হরফের বামের হরফে ওয়াক্ফ করলে কয় আলিফ টেনে পড়তে হয়?
উত্তর	তিন আলিফ টেনে পড়তে হয়।
৬৬	মাদ্দ এর হরফের উপর মোটা চিহ্ন থাকলে কয় আলিফ টেনে পড়তে হয়?
উত্তর	চার আলিফ টেনে পড়তে হয়

ক্রমিক	প্রশ্ন ও উত্তর
৬৭	নূন সাকিন এবং তানউয়ীন কাকে বলে?
উত্তর	নূন সাকিন জঝম ওয়ালা নূনকে বলে, তানউয়ীন দুই যবর, দুই যের ও দুই পেশকে বলে।
৬৮	নূন সাকিন ও তানউয়ীন কয় প্রকারে পড়া যায় ও কি কি?
উত্তর	চার প্রকারে পড়া যায় (১) ইক্বলাব (২) ইদগাম (৩) ইযহার (৪) ইখ্‌ফা
৬৯	ইক্বলাব অর্থ কি? ইক্বলাবের হরফ কয়টি ও কি কি?
উত্তর	ইক্বলাব অর্থ পরিবর্তন করে পড়া, ইক্বলাবের হরফ ১টি যথাঃ ب ।
৭০	ইক্বলাবের পরিচয় কি?
উত্তর	নূন সাকিন ও তানউয়ীন এর পরে ইক্বলাবের হরফ আসলে মীম দ্বারা পরিবর্তন করে গুন্নাহর সাথে পড়তে হয়।
৭১	ইদগাম অর্থ কি, ইদগাম কয় প্রকার ও কি কি?
উত্তর	ইদগাম অর্থ মিলিয়ে পড়া। ইদগাম ২ প্রকার যথাঃ ইদগামে বা-গুন্নাহ্, ইদগামে বিলা গুন্নাহ্।
৭২	বা-গুন্নাহ্ অর্থ কি, বাগুন্নাহ্ এর হরফ কয়টি ও কি কি?
উত্তর	বা-গুন্নাহ্ অর্থঃ গুন্নাহর সাথে মিলিয়ে পড়া, বা-গুন্নাহর হরফ ৪টি যথাঃ ي م و ن
৭৩	বা-গুন্নাহ্ এর পরিচয় কি?
উত্তর	নূন সাকিন ও তানউয়ীন এর পরে বা-গুন্নাহর হরফ আসলে গুন্নাহর সাথে মিলিয়ে পড়তে হয়।
৭৪	বিলা গুন্নাহ্ অর্থ কি, বিলা গুন্নাহ্ এর হরফ কয়টি ও কি কি?
উত্তর	বিলা-গুন্নাহ্ অর্থ গুন্নাহ্ ছাড়া মিলিয়ে পড়া, বিলা-গুন্নাহর হরফ ২টি যথাঃ ر ل
৭৫	বিলা-গুন্নাহ্ এর পরিচয় কি?
উত্তর	নূন সাকিন ও তানউয়ীন এর পরে বিলা-গুন্নাহ্ এর হরফ আসলে গুন্নাহ্ ছাড়া মিলিয়ে পড়তে হয়।
৭৬	ইখফা অর্থ কি, ইখফার হরফ কয়টি ও কি কি?
উত্তর	ইখফা অর্থ গোপন করা বা লুকিয়ে পড়া, ইখফার হরফ ১৫টি যথাঃ ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك
৭৭	ইখফার পরিচয় কি?
উত্তর	নূন সাকিন ও তানউয়ীন এর পরে ইখফার হরফ আসলে গুন্নাহ্ এর সাথে লুকিয়ে পড়তে হয়।

ক্রমিক	প্রশ্ন ও উত্তর
৭৮	ইযহার অর্থ কি, ইযহারের হরফ কয়টি ও কি কি?
উত্তর	ইযহার অর্থ স্পষ্ট করে পড়া, ইযহারের হরফ ৬টি।
৭৯	ইযহারের পরিচয় কি?
উত্তর	নূন সাকিন ও তানউয়ীন এর বামে ইযহারের হরফ আসলে গুন্নাহ্ ছাড়া স্পষ্ট করে পড়তে হয়।
৮০	মীম সাকিন কাকে বলে?
উত্তর	জঝম ওয়ালা মীমকে বলে।
৮১	মীম সাকিন কয় প্রকারে পড়া যায়?
উত্তর	তিন প্রকারে পড়া যায়, যেমনঃ (১) ইখফায়ে শাফাউয়ী, (২) ঈদগামে শাফাউয়ী, (৩) ইযহারে শাফাউয়ী।
৮২	মীম সাকিনের বামে ب থাকলে কি করে পড়তে হয়?
উত্তর	গুন্নাহ্ করে পড়তে হয় (এটাকে ইখফায়ে শাফাউয়ী বলে)।
৮৩	মীম সাকিনের বামে م থাকলে কি করে পড়তে হয়?
উত্তর	গুন্নাহ্ করে পড়তে হয় (এটাকে ইদগামে শাফাউয়ী বলে)।
৮৪	মীম সাকিনের বামে م ب না থাকলে কি করে পড়তে হয়?
উত্তর	গুন্নাহ্ ছাড়া স্পষ্ট করে পড়তে হয় (এটাকে ইযহারে শাফউয়ী বলে)
৮৫	আল্লাহ্ শব্দের ডানে কি হরকত থাকলে মোটা করে পড়তে হয়?
উত্তর	আল্লাহ্ শব্দের ডানে (যবর / পেশ) থাকলে আল্লাহ্ শব্দ মোটা করে পড়তে হয়।
৮৬	'র' এর উপর যবর/পেশ হলে 'র' কি করে পড়তে হয়?
উত্তর	'র' মোটা করে পড়তে হয়।
৮৭	জঝম ওয়ালা 'র' এর ডানে যবর/পেশ হলে কি করে পড়তে হয়?
উত্তর	'র' মোটা করে পড়তে হয়।
৮৮	ওয়াকফ্ অর্থ কি?
উত্তর	থেমে যাওয়ার স্থান।

ক্রমিক	প্রশ্ন ও উত্তর
৮৯	আয়াতের শেষ হরফে কি ব্যবহার করতে হয়?
উত্তর	এক যবর, এক যের, এক পেশ, দুই যের, দুই পেশ, খাড়া যের, উল্টা পেশ থাকলে জঝম দিয়ে পড়তে হয়।
৯০	জঝম ব্যবহারের কারণে মাদ্দ এর হরফ হলে কি করতে হয়?
উত্তর	জঝম ব্যবহারের কারণে মাদ্দ এর হরফ হলে এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়।
৯১	আয়াতের শেষে দুই যবর, খাড়া যবর হলে কি ভাবে পড়তে হয়?
উত্তর	দুই যবর, খাড়া যবর হলে এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হবে।
৯২	আয়াতের শেষে মাদ্দ এর হরফ থাকলে পড়ার নিয়ম কি?
উত্তর	মাদ্দ এর হরফ থাকলে এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়।
৯৩	আয়াতের শেষ হরফে তাশদীদ থাকলে কি করতে হয়?
উত্তর	দের হরকত পরিমাণ দেরি করতে হয়।
৯৪	আয়াতের শেষ হরফে জঝম থাকলে কি করতে হয়?
উত্তর	আয়াতের শেষ হরফে জঝম থাকলে জঝমই পড়তে হয়।
৯৫	নামাযে কুরআন পড়া কি?
উত্তর	নামাযে কুরআন পড়া ফরয।
৯৬	নামাযে ছানা, দরূদ, দু'য়ায়ে মাছুরা পড়া কি?
উত্তর	সুন্নাত।
৯৭	নামাযে তাশাহুদ পড়া কি? **উত্তরঃ** ওয়াজিব।
৯৮	বিতির নামাযে দু'য়ায়ে কুনুত পড়া কি? **উত্তরঃ** ওয়াজিব।
৯৯	যে কুরআন শিখে এবং মানুষকে শেখায় তাকে আল্লাহ্‌র নাবী কি বলেছেন?
উত্তর	সে ব্যক্তি উত্তম, যে নিজে কুরআন শিখে এবং মানুষকে কুরআন শেখায়।
১০০	বিশুদ্ধ ভাবে কুরআন শিখতে হবে কার নির্দেশ?
উত্তর	মহান আল্লাহ্‌ তায়ালার নির্দেশ, (সুরা মুযযাম্মিল-০৪)।